MODERN EUROPE(1789-1919)

Q.1. ফ্রান্সে অভিজাত বিদ্রোহ পর্যালোচনা কর। এর তাৎপর্য কি ছিল??

- ফ্রান্সে পুরানো সমাজের সংকট ষোড়শ লুইয়ের রাজত্বে ক্রমশ তীব্র হচ্ছিল। চতুর্দশ লুই-এর সময় রাজার ক্ষমতা বা অধিকার বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পঞ্চদশ লুই-এর দীর্ঘ রাজত্বকালে এই ক্ষমতা মোটামুটিভাবে বজায় থাকলেও ক্রমাগত সামাজিক সংকট সমাধানে তাঁর ব্যর্থতা রাজতন্ত্রকে র্দুবল করে দিয়েছিল। ১৭৭৪-এ ষোড়শ লুই যখন সিংহাসনে বসেন তখন গোটা রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা প্রায় ভেঙে যাবার উপক্রম হয়।

  চতুর্দশ লুই-এর পরে গোটা অষ্টাদশ শতক জুড়ে অভিজাত সম্প্রদায় রাজার একচ্ছত্র ক্ষমতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়েছিল। পার্লমঁ বা প্রাদেশিক এস্টেটগুলিকে কাজে লাগিয়ে তারা তাদের যে-কোনো সুবিধাকে খর্ব করার প্র্যাসকে বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল। অর্থাৎ কর ব্যবস্থার সংস্কার বা কর সাম্য চালু করার চেষ্টায় রাএয়া সংগঠিতভাবে বিরুদ্ধতা করেছিল। এ ব্যাপারে অভিজাত অ যাজক সম্প্রদায় সকলেই একজোট ছিল। ১৭৭৬ খ্রিঃ পার্লমঁ তুর্গোর পতন ঘটায়। রাজার কেন্দ্রীয় ক্ষমতার বিরুদ্ধাচারণ করে নিজেদের ক্ষমতা ও সুবিধা বজায় রাখার জন্য অভিজাত সম্প্রদায় যে সংগ্রাম করেছিল তাকেই ঐতিহাসিক Georges Lefebvre “Aristocratic Revolution” বা অভিজাত বিদ্রোহ বলেছেন। অভিজাত বিদ্রোহ ছিল ফরাসি বিপ্লবের প্রথম পর্যায়।

  ১৭৮৩ খ্রিঃ Alexandre de Calonne ফ্রান্সের আর্থিক ব্যাবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। তিনি তাঁর আর্থিক সংস্কার সংক্রান্ত্র প্রস্তাব বিভিন্ন অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের একটি সভায় পেশ করেন। তাঁর প্রস্তাবের মধ্যে ছিল সারা দেশ জুড়ে লবণ ও তামাকের ওপরে সরকারি একচেটিয়া অধিকার বিস্তৃত করা; “vingtieme”(ভ্যাঁতিয়েম) এর বদলে একটি প্রত্যক্ষ ভূমি কর সমস্ত জমির মালিকের ওপর ধার্য করা; খাদ্যশস্যের ব্যবসাকে সমস্ত নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি দেওয়া; কিছু পরোক্ষ কর এবং অভ্যন্তরীণ শুল্ক-বেড়া তুলে দেওয়া। এছাড়া এই সমস্ত কর ভার বণ্টনের দায়িত্ব সম্প্রদায় নির্বিশেষে প্রাদেশিক সভার ওপর থাকবে। যাজক সম্প্রদায় জমির ওপরে সামন্ততান্ত্রিক অধিকার বিক্রয় করতে পারবে। কালন ভেবেছিলেন যে অভিজাতদের সভা তাঁর প্রস্তাবে রাজি হবে কারণ তিনি সুবিধাভোগী শ্রেণীর ওপরে খুব বেশি কর চাপাননি। কিন্তু সভা কালনের প্রস্তাব অনুমোদন করে নি। অভিজতদের কাছে রাজার এই অনুমোদন চাওয়াকে অভিজাতরা রাজার আত্মসমর্পণ বলে মনে করেছিল। ফলে সামান্য সংস্কার অভিজাতদের বিরুদ্ধতার ফলে সফল হল না। ১৭৮৭ খ্রি রাজা কালনকে পদচ্যুত করেন।

  কালন-এর পরে এলেন তুলঁর আর্চবিশপ Lomenie de Brienne। তিনি প্রাদেশিক সভাকে প্রথাগত এস্টেটে বিভক্ত রাখার এবং যাজকদের সামন্ততান্ত্রিক অধিকার অক্ষুন্ন রাখার প্রতিশ্রুতি দিলেন। সম্ভ্রান্তদের সভার কাছে ট্রেজারি রিপোর্ট ও আয়-ব্যয়ের একটি হিসাব দাখিল করলেন। কিন্তু তিনি স্ট্যাম্পকর বাড়ানোর প্রস্তাব দিলেন। সম্ভ্রান্ত্ররা বিরোধিতা বজায় রেখে বললেন যে ক্র বাড়ানোর অধিকার তাঁদের নেই। ব্রিয়েন তখন পার্লমঁর দ্বারস্থ হলেন। তাঁরাও পরে প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচারণ করে

স্পষ্ট জানালেন যে কর বসানোর অধিকার স্টেটস জেনারেলের। ব্রিয়েন রাজকীয় অধিবেশন বা ''lit de justice" ব্যবস্থা করে সংস্কার কার্যকর করার চেষ্টা করলেন। পার্লমঁ এই অধিবেশনকে অবৈধ বলে ঘোষণা করে কালন-এর বিচার শুরু করল। রাজাও অভিজাত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলেন। সংঘর্ষের সম্ভাবনা ক্রমশ স্পষ্ট হল। ব্রিয়েন আপাতত পশ্চাদপসরণ করলেন। তিনি ঋণ সংগ্রহের চেষ্টা করলেন, কিন্তু এখানেও বিপত্তি দেখা দিল। ঋণ সংগ্রহের জন্যও পার্লমঁর সন্মতির প্রয়োজন। পার্লমঁ স্টেটস জেনারেল আহ্বানের শর্ত আরোপ করে। ব্রিয়েন চাইছিলেন যে পাঁচ বছর ধরে ১২ কোটি লিভ্র ঋণ সংগ্রহ করা হবে; তার পরে স্টেটস জেনারেলের সভা ডাকা হবে। পার্লমঁ এ ব্যাপারে খুব আগ্রহ না দেখালেও; ব্রিয়েন রাজকীয় অধিবেশনে রাজ-অনুশাসন নথিভুক্ত করবার ব্যবস্থা করেন। অর্লেয়ঁর ডিউক রাজকীয় অধিবেশনকে অবৈধ ঘোষণা করেন। ষোড়শ লুই এর প্রত্যুত্তর দেন ডিউক এবং অন্য দুইজনকে নির্বাসনে পাঠিয়ে।

১৭৮৮-র ৩রা মে প্যারিসের পার্লমঁ একটি ঘোষণাপত্রে রাজ্যের কিছু মৌলিক আইন ঘোষণা করল। এতে বলা হল যে রাজতন্ত্র বংশগত; কর ধার্যের অধিকার স্টেটস জেনারেলের; কোনো ফরাসি নাগরিককে ইচ্ছামতো গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ করা যাবে না; বিচারকদের অপসারন করা যাবেনা; এবং প্রদেশগুলির ঐতিহ্যগত অধিকার অলঙঘনীয়।

প্রত্যুত্তরে রাজা জোর করে দুজন সদস্যকে গ্রেফতার করেন এবং ৮ই মে জোর করে ৬টি অনুশাসন নথিভুক্ত করেন এবং পার্লমঁর হাত থেকে আইন নথিভুক্ত করার ক্ষমতা বা রাজস্ব সংক্রান্ত অধিকার কেড়ে নেন। বিরোধ এবার প্রকাশ্য সংঘর্ষে রুপান্তরিত হয়। রাজপ্রশাসন বিরোধী সকলকে একত্র করে অভিজাতরা সংঘর্ষকে জাতীয় স্তরে নিয়ে আসে। বিরোধ প্রদেশগুলিতেও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রায়শই সহিংস রুপ পরিগ্রহ করে। ফ্রাঁস কঁতে, দোফিনে, প্রভঁস প্রভৃতি জায়গায় প্রতিরোধ ছড়িয়ে পড়ে। আন্দোলন বিদ্রোহের রুপ নেয়। রাজার বাহিনীর সঙ্গে অভিজাতদের সংঘর্ষও হয়। দোফিনেতে সংগ্রামের নেতৃত্ব দেয় বুর্জোয়ারা।

এই অবস্থায় ১৭৮৮-র ২১ শে জুলাই অভিজাত সম্প্রদায় ও যাজকরা তৃতীয় এস্টেটের, প্রধানত বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধিদের সঙ্গে Vizille তে সভা করেন। এটাকে স্টেটস জেনারেলের সভা আহ্বানের একটি প্রস্তুতি বলা যায়। এখানে স্টেটস জেনারেল আহ্বান ও পার্ল্লম্পঁ পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবি জানান হয়। ভিজিই-এর ঘোষণাপত্র ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাজার স্বৈরতন্ত্র ও অপশাসনের বিরুদ্ধে এটি ছিল জাতীয় ঐক্যের ঘোষণাস্বরুপ।

কোষাগার শূন্য ছিল। সুতরাং ব্রিয়েন পশ্চাদপসরণ করে ১৭৮৯-এর ১মে স্টেটস জেনারেলের সভা আহ্বানের প্রতিশ্রুতি দিলেন। পুনঃপ্রতিষ্ঠিত পার্লমঁ দাবি করল যে স্টেটস জেনারেল তিনটি সম্প্রদায় নিয়ে গঠিত হবে। প্রত্যেকের আলাদা আলাদা নিজেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা থাকবে। প্রত্যেক এস্টেটের সমসংখ্যক প্রতিনিধি থাকবে। এই অবস্থায় যাজক অ অভিজাতদের কর্তৃত্ব বজায় থাকবে।

অভিজাত সম্প্রদায় প্রাথমিক সংঘর্ষে বিজয়ী হয়। লেফেভর এটিকে অভিজাত বিপ্লব বলেছেন। বিপ্লবের প্রাথমিক পর্যায়ে এই সাফল্যের তাৎপর্য দুই দিক থেকে লক্ষণীয়, এক, রাজতন্ত্রের স্বৈরাচারী কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে সফল প্রতিবাদ। দুই, তৃতীয় এস্টেট কর্তৃক সম্মিলিত প্রতিরোধের কার্যকারিতা সম্পর্কে শিক্ষালাভ। অভিজাত বিদ্রোহের ফলে স্টেটস জেনারেলের কর ধার্য করার ক্ষমতা স্বীকৃত হয় এবং অভিজাত আধিপত্য বজায় থাকে। রাজার স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতাও খানিকটা সংকুচিত হয়। সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেও তা কার্যকর করতে রাজা অসফল। কিন্তু সুবিধাভোগী সম্প্রদায়ের সাফল্যের অন্য অর্থ সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা বা সামন্তপ্রভূর বিশেষ অধিকার যেমন অব্যাহত থাকবে, তেমনই চলবে করভারের অসম বন্টন। অতএব রাজনৈতিক এবং কৌশলগত দিক থেকেও অভিজাত বিদ্রোহ প্রায় একটি রাজনৈতিক বিপ্লবের সমতুল। তবে রাজক্ষমতার সীমাবদ্ধতার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ছাড়া এই ক্ষণস্থায়ী বিপ্লব আর কিছুই অর্জন করতে পারেনি। কেননা পুরোনো সমাজের সবচেয়ে ঘৃণ্য সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অব্যহত রাখাই অভিজাত বিদ্রোহের সব থেকে বড় উদ্দেশ্য ছিল। তাই প্রথম দিকে অভিজাত বিদ্রোহ জনগণের, বিশেষ করে আইনজীবী ও অন্যান্য বৃত্তিজীবী বুর্জোয়াদের সমর্থন পেলেও তাদের শ্রেণীস্বার্থের ভিন্নতা শীঘ্রই তাদের রাস্তা পৃথক করে দিয়েছিল। সম্ভবত এই বিদ্রোহের সব থেকে বড় সাফল্য এই যে তৃতীয় এস্টেটের রাজনৈতিক কর্তৃত্বের পথ অচেতনভাবে অভিজাতরাই খুলে দিয়েছিল।

Q.2. ১৮১৫ খ্রিঃ ভিয়েনা কংগ্রেসের মূলনীতি গুলি আলোচনা কর।

- নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে শেষ ইউরোপীয় শক্তিজোট তৈরির সময় ইউরোপের ভবিষৎ নিয়ে ইউরোপীয় শক্তিবর্গের মধ্যে আলাপ আলোচনা শুরু হয়। ফ্রান্সের পরাজয়ের পর ইউরোপে শান্তিস্থাপন খুব জরুরী ছিল। এছাড়া ফরাসি বিপ্লবী যুদ্ধ ও নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য স্থাপনের পর ইউরোপের পুরাতন রাষ্ট্রব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। নতুন একটি ইউরোপীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন ছিল। নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত অভিযানের পূর্বেই মিত্রশক্তিবর্গ ১৮১৪-র মার্চ মাসে শোমঁর চুক্তি (Treaty of Chaumont) সই করেন। ঠিক হয়েছিল যে নেপোলিয়নকে পরাজিত করার পর নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা বজায় রাখতে তাঁরা অন্তত কুড়ি বছর ঐক্যবদ্ধ থাকবেন। নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর তারা ভিয়েনা কংগ্রেস সংঘটিত করে এবং ১৮১৫ খ্রিঃ জুন মাসে ভিয়েনা চুক্তি সই করে।

  ১৮১৫ খ্রিঃ ইউরোপের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ ভিয়েনাতে মিলিত হয় প্রায় পঁচিশ বছর ধরে চলা বিপ্লবী ও নেপোলিনিয় যুদ্ধের অবসানের উদ্দেশ্যে। অস্ট্রিয়া, গ্রেট ব্রিটেন, রাশিয়া, প্রাশিয়া ও ফ্রান্স—এই পাঁচটি প্রধান শক্তির রাষ্ট্রপ্রতিনিধিরা এই সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। রাশিয়ার প্রতিনিধি

ছিলেন জার প্রথম আলেকজান্ডার, অস্ট্রিয়ার নেতৃত্ব দেন রক্ষণশীল চ্যান্সেলার মেটারনিখ; প্রাশিয়ার রাজা তৃতীয় উইলিয়ামের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হার্ডেনবার্গ; ব্রিটেনের প্রতিনিধিত্ব প্রথমে করেন ক্যাসেলরি এবং পরে ডিউক অফ ওয়েলিংটন এবং ফ্রান্সের রাজা অস্টাদশ লুইয়ের প্রতিনিধিরুপে সন্মেলনে উপস্থিত ছিলেন উইলি ও ট্যালিরান্ড। নেপোলিয়নের পতনের পর অস্টাদশ লুইকে ফ্রান্সের সিংহাসনে বসানো হয়েছিল।

ভিয়েনা সন্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিবর্গের চরিত্রেও বৈচিত্র্য ছিল যা সন্মেলনের চরিত্র নির্ধারন করেছিল। জার প্রথম আলেকাজান্ডার উদারনৈতিক সমঝোতার বিষয়ে কাল্পনিক আশাবাদী ছিলেন। মেটারনিক অন্যদিকে ছিলেন রক্ষণশীল ও যে কোন ধরনের উদারনৈতিক মীমাংসার বিরোধী। ক্যাসেলরি চেয়েছিলেন সর্বসন্মতিক্রমে একটি সমঝোতায় আসতে কারণ ব্রিটেনের বাণিজ্যের উন্নতির জন্য শান্তিপূর্ন ইউরোপের প্রয়োজন ছিল। সন্মেলনে কূটনৈতিক বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলেন টয়ালিরান্ড; তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ফরাসী স্বার্থ রক্ষা করা। সন্মেলনে তিনি ছিলেন একটি পরাজিত রাষ্ট্রের প্রতিনিধি কিন্তু নিজের কূটনৈতিক বুদ্ধির মাধ্যমে সকলের মতপার্থক্যকে তিনি ব্যবহার করে সবার আস্থা অর্জন করেন এবং পরিশেষে তাকে বিজয়ীদের অভ্যন্তরীণ কাউন্সিলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর ফলে পরাজিত ফ্রান্স সন্মেলনে নিজের বক্তব্য পেশের সূযোগ পায়।

মূলত পোল্যান্ড ও স্যাক্সনির ভাগ্য নির্ধারণে বিজয়ী রাষ্ট্রের মত পার্থক্যকে ট্যালিরান্ড ব্যাবহার করেছিলেন। ১৮১৩ এর পূর্বে জার আলেকজান্ডার অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়াকে তাদের অংশভুক্ত ১৭৯৫ খ্রিঃ-এর সময়কার পোলিশ অঞ্চল ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু পরে তিনি প্রস্তাব দেন প্রাশিয়াকে পোল্যান্ডের পরিবর্তে স্যাক্সনি দিতে। প্রাশিয়া প্রস্তাবে রাজি হলেও গ্রেট ব্রিটেন ও অস্ট্রিয়া এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করে। শেষ পর্যন্ত ট্যালিরান্ড ও ক্যাসেলরির উদ্যোগে একটি মীমাংসায় আসা হয়। প্রাশিয়া স্যাক্সনির একটি অংশ এবং পোলান্ডের পোজেন পায় অন্যদিকে রাশিয়া পোলান্ডের বৃহৎ অংশ দখল করে।

ভিয়েনা সন্মেলন তিনটি নীতির উপর দাড়িয়েছিল--(১) বিজয়ীদের জন্য ক্ষতিপূরণ, (২) বৈধ রাজবংশের হাতে সিংহাসন অর্পণ এবং (৩) শক্তিসাম্য।

ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যেসব রাষ্ট্র নেপোলিয়নের পতনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল তাদের পুরস্কৃত করা হবে। এই সিদ্ধান্ত মেনে গ্রেট ব্রিটেন পায় ফ্রান্সের সেন্ট লুসিয়া ও টোবাগো দ্বীপ, ওলন্দাজদের উপনিবেশ শ্রীলঙ্কা, দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ(Cape of Good Hope), গিয়ানার কিছু অংশ। ওলন্দাজদের উপনিবেশের ক্ষতিপূরণের জন্য এবং ফ্রান্সের সঙ্গে সীমান্তাঞ্চলে একটি বাফার রাজ্য তৈরির জন্য অস্ট্রিয়ার নেদারল্যান্ডের অংশটি তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়। অস্ট্রিয়া পায় ভেনেশিয়া ও মিলান। অস্ট্রিয়ার হ্যাপসবার্গ বংশের সদস্যদের টুস্কানি, পার্মা ও মডেনার শাসক করা হয়। রাশিয়া পায় পোলান্ডের একটি বড় অংশ এবং তুর্কির বেসারাবিয়া ও সুইডেনের ফিনল্যান্ড। ডেনমার্কের থেকে নরওয়ে নিয়ে তা সুইডেনকে দেওয়া হয়। এইভাবে নেপোলিয়নকে ক্রমাগত সমর্থনের জন্য ডেনমার্ককে শাস্তি

দেওয়া হয়। নেপোলিয়নের তৈরি করা ঐক্যবদ্ধ ইটালিকে পুনরায় ভিয়েনা কংগ্রেসে বিভক্ত করা হয়; ভিক্টর ইমানুয়েল পায় স্যভয়, পিডমন্ট ও জেনোয়া এবং বুঁরবো রাজা ফার্দিনান্ডকে বসানো হয় নেপলস্ ও সিসিলির সিংহাসনে। জার্মানী ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী হোক তা ভিয়েনা কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা চায়নি। তাই ৩৯টি ক্ষুদ্র ও স্বাধীন জার্মান রাজ্য নিয়ে Confederation of Rhine তৈরি করা হয় এবং তার শাসনভার অর্পণ করা হয় অস্ট্রিয়াকে; ফ্রান্সকে আলসাস ও লোরেন দেওয়া হয়।

ভিয়েনা কংগ্রেসের একটি অন্যতম নীতি ছিল ১৭৮৯ খ্রিঃ এর পূর্বেকার ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির সীমান্ত এবং রাজবংশের পুনঃস্থাপন। একেই বলা হয়েছে বৈধতা(legitimacy)। স্পেন, ফ্রান্স ও ইতালির সিংহাসন বৈধ রাজাদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এইভাবে পিডমন্ট সার্ডিনিয়ার সিংহাসনে স্যভয় বংশ এবং হল্যান্ডের সিংহাসনে অরেঞ্জ বংশের সদস্যদের বসানো হয়। ষোড়শ লুইয়ের ভাই অস্টাদশ লুই ফ্রান্সের সিংহাসনে বসেন। পোপের রাজ্য পোপকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। বেশিরভাগ আঞ্চলিক মীমাংসাই আঞ্চলিক মানুষের মতামতকে অগ্রাহ্য করে নেওয়া হয়েছিল।

আন্তর্জাতিক শান্তি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে ভিয়েনা কংগ্রেসে শক্তিসাম্য নীতি নেওয়া হয়েছিল। কংগ্রেসের সদস্যরা পুনরায় ফরাসি আগ্রাসন রোধ করতে চেয়েছিল। তাই তারা ফ্রান্সকে যতদূর সম্ভব পঙ্গু করে রাখার চেষ্টা করেছিল। ফ্রান্সকে তার বিপ্লব পূর্ব সীমান্ত নিয়ে খুশি থাকতে হয়েছিল। নেপোলিয়ন সৃষ্ট The Grand Duchy of Warsaw এবং Westphalia কে ইউরোপের মানচিত্র থেকে মুছে দেওয়া হয়েছিল। বিজয়ী রাষ্ট্রবর্গ ফ্রান্সকে ঘিরে রেখেছিল যাতে পুনরায় ফরাসী আগ্রাসনের সম্ভাবনা দূর হয়।

ভিয়েনা সম্মেলনে এই নীতিগুলি নেওয়া হলেও তা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা যায়। বৃহৎ শক্তিবর্গ ভিয়েনা কংগ্রেসের কর্তৃত্ব বজায়ের ক্ষেত্রে আগ্রহ দেখায়নি। এই কংগ্রেসে অংশগ্রহণকারী শান্তিপ্রেমীরা নৈতিকতা, আদর্শ এবং ন্যায় সংক্রান্ত বড় বড় কথা বললেও বস্তুত নিজেদের এলাকা বিস্তারের জন্য একে অপরের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হয়েছিল। তাছাড়া এই সম্মেলনের প্রধান ব্যক্তিবর্গ রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে যুগধর্মকে অস্বীকার করেছিল। তারা ফরাসী বিপ্লবের ছুড়ে দেওয়া চ্যালেঞ্জ অগ্রাহ্য করে এবং জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের মতন আদর্শকে ধংস করতে চায়; যা সম্ভব ছিল না। নরওয়ে, ফিনল্যান্ড এবং বেলজিয়ামের মানুষের মতামতকে অগ্রাহ্য করে এই দেশগুলিকে বৃহৎ শক্তিবর্গের বোড়ে হিসেবে ব্যাবহার করা হয়। কিন্তু এত সমালোচনা সত্ত্বেও সবশেষে বলা যেতে পারে ভিয়েনা কংগ্রেস যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপে শান্তি এনেছিল যা সেই সময়ের মানুষ চেয়েছিল। তাই একে আধুনিক ইউরোপের প্রধান চারটি আন্তর্জাতিক মীমাংসার মধ্যে গণ্য করা যায়।

Q.3. কনসার্ট অফ ইউরোপের(শক্তি সমবায়) কার্যাবলী সংক্ষেপে আলোচনা কর।

- নেপোলনীয় যুদ্ধের অবসানের পূর্বেই ইউরোপের চারটি বৃহৎ শক্তি—গ্রেট ব্রিটেন, রাশিয়া, অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া ১৮১৪ খ্রিঃ মার্চ মাসে শোমঁর চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল যা চতুঃশক্তি চুক্তির(নভেম্বর,১৮১৫) ভিত্তি প্রস্তুত করেছিল। কিন্তু চতুঃশক্তি চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে ১৮১৫ খ্রিঃ নভেম্বর মাসে রাশিয়া, অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে পবিত্র চুক্তি সম্পাদিত হয়। পবিত্র চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল ইউরোপ জুড়ে উদারনৈতিক ও বিপ্লবী ভাবধারাকে দমন করা এবং এই প্রক্রিয়ায় মেটারনিখের পাশাপাশি জার প্রথম আলেকজান্ডার গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করেছিল। অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলার জানতেন যে অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও তুর্কির মধ্যেকার বিবাদ এবং অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও পিডমন্টের মধ্যেকার বিবাদ পুনরায় মাথাচাড়া দেবে এবং ফরাসি কূটনীতি এই বিবাদকে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যাভার করবে। তাই মেটারনিখ চেয়েছিলেন এই ব্যাবস্থার সুস্থ মীমাংসা। এই জন্য প্রয়োজন ছিল ইউরোপীয় শক্তিসমবায়। এই কারণে ভিয়েনা কংগ্রেস আহুত হয় এবং ব্রিটেন, অস্ট্রিয়া, রাশিয়া ও প্রাশিয়া কুড়ি বছর ধরে এই কংগ্রেসের নীতি বাস্তবায়িত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যেকার এই পারস্পরিক সমঝোতাই ইউরোপীয় শক্তি সমবায়ের সৃষ্টি করে। এই বৃহৎ শক্তিগুলি সংকটের সময় একত্রিত হত। এই রকম চারটি কংগ্রেস হল আই-লা-শাপেল(১৮১৮), ট্রপু(১৮২০), লাইবনিখ(১৮২১) এবং ভেরোনা(১৮২২)।

  প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় ১৮১৮ খ্রিঃ আই-লা-শাপেলে। এখানে জার প্রথম আলেকজান্ডার তার আদর্শবাদী প্রস্তাব পেশ করেন যেখানে নিরস্ত্রীকরণ, আন্তর্জাতিক সৈন্যবাহিনী গঠন, বিপ্লবী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে একটি সাধারণ জোটের কথা বলা হয়। কিন্তু ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লর্ড ক্যাসেলরি এবং অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলার মেটারনিখ এর বিরোধীতা করে। ফ্রান্সকে বৃহৎ শক্তিবর্গের সঙ্গে কূটনৈতিক সমতা ফিরে পাবার জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। স্পেনের রাজার জন্য জার যৌথ সাহায্যের আবেদন করলেও কেউ সমর্থন করেনি। মোটের ওপর আই-লা-শাপেলের কংগ্রেস সফল হয়েছিল। ফ্রান্স থেকে বিদেশী সেনা সরিয়ে নেওয়া হয় এবং ফ্রান্সকে চতুঃশক্তি জোটের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

  দুই বছর বাদে; ১৮২০ খ্রিঃ স্পেন ও ইতালি দ্বীপপুঞ্জে বিপ্লবের ঢেউ আছড়ে পড়লে বৃহৎ শক্তিবর্গের ঐক্য পুনরায় পরীক্ষার সন্মুখীন হয়। তাদের মধ্যেকার বিবাদ প্রকাশ্যে চলে আসে। প্রথম বিদ্রোহ দেখা দেয় স্পেনে। ১৮১৪ খ্রিঃ সপ্তম ফার্দিনান্ডকে স্পেনের সিংহাসনে বসানো হয়; শর্ত ছিল সে ১৮১২ খ্রিঃ এর উদার সংবিধানের দ্বারা শাসন পরিচালনা করবেন। কিন্তু ক্ষমতালাভের পর তিনি নির্বাচিত জাতীয় সভা লুপ্ত করে এবং সংবিধানকে বাতিল করেন। এই সময় মাদ্রিদে একটি সামরিক বিদ্রোহ হয় এবং ফার্দিনান্ড পুনরায় ১৮১২ এর সংবিধান ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হয়। জার প্রথম আলেকজান্ডার এই সময় সংবিধান বাতিলের জন্য আহ্বান জানালেও ক্যাসেলরি তার বিরোধীতা করে এবং জানায় যে স্পেনের এই বিদ্রোহ স্পেনের অভ্যন্তরীণ বিষয় এবং এখানে বাইরের হস্তক্ষেপ অবাঞ্ছিত। ক্রমেই পর্তুগাল, নেপলস ও পিডমণ্টেও বিপ্লব দেখা যায়। এর ফলে মেটারনিখ প্রমাদ গোণেন কারণ এই তিন রাজ্য ছিল অস্ট্রিয়ার নিয়ন্ত্রণে। ১৯২০ খ্রিঃ ট্রপো কংগ্রেসে জার আলেকাজান্ডার রাজতন্ত্র বিরোধী এই

বিদ্রোহ দমনের জন্য কঠিন পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলেন। ১৯২১ খ্রিঃ জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত লাইবনিখ কংগ্রেসে সিদ্ধান্ত হয় যে শক্তিজোটের পক্ষ মিয়ে অস্ট্রিয়ার একটি বাহিনী নেপলস এ পাঠানো হবে। ব্রিটেনের প্রতিবাদ সত্ত্বেও মেটারনিখ পিডমন্ট ও নেপলসের সংবিধান বাতিলে উদ্যোগী হন। ১৮২১ খ্রিঃ অস্ট্রিয়ার সামরিক বাহিনী নেপলসের বিদ্রোহ দমন করে ও ফার্দিনান্ডকে পুনরায় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে। এর পর এই বাহিনী পিডমন্টের বিদ্রোহীদেরও দমন করেন।

তুর্কির অধীনতা থেকে গ্রীসের স্বাধীনতা যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ১৮২২ খ্রিঃ ভেরোনার কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু মেটারনিখের কাছে রাজতন্ত্রের স্বার্থরক্ষা ছিল সবচেয়ে জরুরী বিষয়। তাই কংগ্রেসে গ্রীসের সমস্যা অপেক্ষা স্পেনের রাজতন্ত্রের বিষয় অধিক গুরুত্ব পায়। ইতিমধ্যে ক্যাসেলরির মৃত্যু হয় এবং জর্জ ক্যানিং তার স্থলাভিষিক্ত হন। ক্যানিং ছিলেন ক্যাসেলরি অপেক্ষা দৃঢ়চেতা এবং তিনি অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে সৈন্যবাহিনীর হস্তক্ষেপের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। ব্রিটেনের দৃঢ় বিরোধীতার জন্য স্পেনে যৌথ কর্মসূচী নেওয়ার উদ্যোগ বাতিল করা হয়। ফ্রান্স একাই স্পেন আক্রমণ করে ফার্দিনান্ডকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করে। ব্রিটেনের চেষ্টায় তুর্কি গ্রীসে কিছু সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দেয় যার ফলে গ্রীসের বিষয়ে রাশিয়ার হস্তক্ষেপ এড়ানো যায়। গ্রীস বিদ্রোহের সময় কোন বাহ্যিক হস্তক্ষেপ হয়নি। ভেরোনা কংগ্রেসে এইভাবে ব্রিটেনের সঙ্গে চতুঃশক্তি জোটের অনান্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক ছিন্ন হয়। ১৮২৫ খ্রিঃ জার আলেকজান্ডার গ্রীসের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রশ্নে সেন্ট পিটার্সবার্গে একটি কংগ্রেসের আহ্বান করেন। কিন্তু বিদেশের উদারনৈতিক আন্দোলনের প্রতি জর্জ ক্যানিং এর সহানুভূতি ছিল। তাই ব্রিটেন কংগ্রেসে যোগদান করতে অস্বীকার করে। ১৯২৫ খ্রিঃ এর পর থেকেই ইউরোপে কংগ্রেস ব্যাবস্থা তার কার্যকারিতা হারায়।

ইউরোপের শক্তিসমবায়ের ব্যর্থতার প্রধান কারণ ছিল জার আলেকজান্ডার ও মেটারনিখ উভয়েই একে গোটা ইউরোপ জুড়ে স্বৈরাচারী শাসন প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার রুপে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ব্রিটেন তাদের বিরোধী ছিল কারন ব্রিটেনে শক্তিশালি সংসদীয় ব্যাবস্থা ছিল। তাছাড়া ব্রিটেনের বাণিজ্যিক স্বার্থের জন্য ইউরোপে শান্তি বজায় রাখার প্রয়োজন ছিল। David Thompson যথার্থই বলেছেন যে, রক্ষণশীল শক্তিরা শক্তিসমবায়কে বিপ্লবের বিরুদ্ধে একটি বাঁধ হিসেবে দেখেছিল যেখানে ব্রিটেন একে দেখেছিল একটি স্লুই গেট হিসেবে যেখান দিয়ে জাতীয়তাবাদী ও উদারনৈতিক ভাবধারা মুক্ত হওয়ার পথ পাবে।

Q.4. ইউরোপে রক্ষণশীল ব্যবস্থা গঠনে মেটারনিখের কি অবদান ছিল??

- উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ইউরোপের ইতিহাসে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হলেন অস্ট্রিয়ার চ্যান্সেলার বা প্রধানমন্ত্রী প্রিন্স ক্লেমেন্স ফন মেটারনিখ। ১৮০৯ থেকে ১৮৪৮ খ্রিঃ পর্যন্ত দীর্ঘ চল্লিস বছর তিনি অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ঐ

সময় শুধু অস্ট্রিয়ার নয়, সমগ্র ইউরোপের কর্ণধার ছিলেন তিনি। এই কারণে তাঁকে “The Coachman of Europe” বলে অভিহিত করা হয়। তিনি ছিলেন অসাধারণ কূটনীতিবিদ্। ১৮১৫ থেকে ১৮৪৮ খ্রিঃ পর্যন্ত ইউরোপীয় রাজনীতিতে তিনি অবাধে বিচরণ করে নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন ইউরোপের ভাগ্যকে। এইজন্য এই সময়কে ইউরোপের ইতিহাসে বলা হয় ‘মেটারনিখের যুগ’।

সব রকম প্রগতি বিরোধী ও ঘোরতর রক্ষণশীল রাজনীতির অপর নাম হল মেটারনিখ পদ্ধতি। প্রধানত তিনটি নীতির প্রভাবে গড়ে উঠেছিল এই পদ্ধতি। এক, ইউরোপে প্রাক-বিপ্লব রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা। দুই, যে কোন উপায়ে ইউরোপীয় রাজনীতিতে অস্ট্রিয়ার প্রধান্য ও প্রভাব অক্ষুন্ন রাখা এবং তিন, ফরাসি বিপ্লব প্রসূত উদারতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও গণতান্ত্রিক ভাবধারা যাতে ইউরোপে বিস্তার লাভ করতে না পারে সেজন্য প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থা গ্রহন করা। এগুলিকে বাস্তবায়িত করার জন্য তিনি দমনমূলক নীতি গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন।

নেপোলিয়নের পতনের পর রাজতন্ত্র ও রক্ষণশীল শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। তবে এই প্রতিক্রিয়া শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, সামরিক কর্তা, উদারবাদী অভিজাত ও বণিকের একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। শিল্পায়নের প্রক্রিয়া বিস্তৃত না হওয়ায় এই উদারবাদী প্রতিরোধ গড়ে তোলার মতন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংখ্যাবৃদ্ধি হয় নি। তা সত্ত্বেও এই প্রতিক্রিয়াকে লঘু করে দেখার মতন কিছু ছিল না। অস্ট্রিয়া এই সময় ইউরোপে উদারতাবাদ ও জাতীয়তাবাদের প্রধান শত্রু। জার্মানী, ইতালি ও পোলান্ডে এই বিপ্লবী ভাবধার প্রতিরোধ করতে অস্ট্রিয়া বদ্ধপরিকর ছিল।

তার উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য মেটারনিখ অস্ট্রিয়ায় কিছু দমনমূলক পদক্ষেপ নিয়েছিলে। তিনি একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করেন; মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার বাতিল করেন। রাজতন্ত্র ও যাজক বিরোধী রচনা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। গনতান্ত্রিক আন্দোলন দমনের জন্য দক্ষ পুলিশ ব্যবস্থা তৈরি করা হয়। কিছু রক্ষণশীল যাজকদের উপর শিক্ষাব্যবস্থা সাজানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়। মেটারনিখ বিশ্বাস করতেন ধর্মীয় শিক্ষা ছাত্রদের থেকে বিপ্লবী ধ্যান ধারনাকে দূরে রাখতে সক্ষম। গোটা সাম্রাজ্য জুড়ে তিনি গুপ্তচর ছড়িয়ে দিয়েছিলেন যারা তাকে রাজতন্ত্র বিরোধী কার্যকলাপ সম্পর্কে রিপোর্ট দিত।

১৮১৫ খ্রিঃ মধ্যে জার্মানীর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে উদারনৈতিক ও জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার শিকড় বিস্তারিত হয়েছিল। এই ছাত্ররা ঐক্যবদ্ধ জার্মানীর স্বপ্ন দেখত। ১৮১৭ খ্রিঃ জার্মানীর ছাত্ররা মার্টিন লুথারের পোপতন্ত্র বিরোধী বিদ্রোহের তিনশততম বার্ষিকী পালন করে। ১৮১৯ খ্রিঃ একজন জার্মান ছাত্র রক রক্ষণশীল ঐতিহাসিক ও নাট্যকারকে হত্যা করে। মেটারনিখ এই সময় অস্ট্রিয়ার সম্রাট প্রথম ফ্রান্সিস ও প্রাশিয়ার সম্রাট ফ্রেডরিখ তৃতীয় উইলিয়ামকে রাজি করান কিছু দমনমূলক পদক্ষেপ গ্রহন করতে। এই দমনমূলক নীতি কার্লসবার্ড ডিক্রি নামে খ্যাত। এই ডিক্রির মাধ্যমে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও ছাত্রদের সভা সমিতির অধিকার বাতিল হয়। শিক্ষকদের কার্যকলাপের ওপর কড়া নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়। শিক্ষকদের

শিক্ষাদানের সময় রাজতন্ত্র ও যাজক বিরোধী বক্তব্য রাখার বিরুদ্ধে সতর্ক করা হয়। এইভাবে মেটারনিখ জার্মান রাজ্যগুলির সাংবিধানিকতাকে রুদ্ধ করেন।

মেটারনিখ ইতালিতেও একইরকম দমনমূলক ব্যবস্থা জারি করেন। হ্যাপসবার্গ শাসিত অঞ্চল যেমন-ভেনিস ও লম্বার্ডিতে জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহকে কঠোরভাবে দমন করা হয়। ১৮২০ খ্রিঃ নেপলস ও পিডমন্টে রাজতন্ত্র বিরোধী বিদ্রোহ দেখা দিলে মেটারনিখ ট্রপো কংগ্রেসে(১৮২০) ব্রিটেনের বিরোধীতা সত্ত্বেও এই বিদ্রোহ দমন করতে বৃহৎ শক্তিবর্গকে রাজি করান। তাঁর প্রস্তাব লাইবনিখ কংগ্রেসে অনুমোদিত হয়। ক্রমে অস্ট্রিয়ার সেনাবাহিনী ইতালিতে প্রবেশ করে বিদ্রোহ দমন করে।

১৮৩০ খ্রিঃ পোলাণ্ডে বিদ্রোহ দেখা যায়। পোলিশ অভিজাত ও গ্যালিসিয়ার বুদ্ধিজীবিরা হ্যাপসবার্গ আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে থাকে। মেটারনিখ এক্ষেত্রেও তার সুচতুর কূটনীতি প্রয়োগ করেন। তিনি পোলিড কৃষকদের পোলিশ জমিদারদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেন এবং পোলিশ অভিজাতদের বিদ্রোহ দমন করেন। মেটারনিখের প্রতিটি পদক্ষেপই ছিল সাধারণ মানুষের স্বার্থ বিরোধী। কিন্তু পোলাণ্ডের ক্ষেত্রে তিনি জাতীয়তাবাদের গতিরোধ করতে কৃষকদের জমিদারদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিতেও পিছুপা হয় নি।

১৯২১ খ্রিঃ মার্চ মাসে তুর্কির সুলতানের বিরুদ্ধে গ্রীসের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়। মেটারনিখ ছিলেন গ্রীসের বিদ্রোহের ঘোরতর বিরোধী। তিনি চেয়েছিলেন ইউরোপীয় শক্তি সমবায়ের মাধ্যমে সেনা পাঠিয়ে গ্রীসের স্বাধীনতা যুদ্ধকে দমন করতে। কিন্তু ব্রিটেনের বিরোধীতার জন্য তিনি এই পরিকল্পনা ত্যাগ করেন। এক্ষেত্রেও দেখা যায় রাজতন্ত্রের স্বার্থ সুরক্ষিত করতে ধর্মনিষ্ঠ ক্যাথলিক মেটারনিখ একজন মুসলিম সুলতানের পক্ষ সমর্থন করেছেন। তাঁর কাছে রাজতন্ত্রের স্বার্থ ছিল ধর্ম অপেক্ষা বড়।

Frederick Engelis তার “Revolution and Counter-Revolution in Germany” গ্রন্থে বলেছেন; মেটারনিখের দুটি উদ্দেশ্য ছিল—১) বিভিন্ন জাতি-রাষ্ট্রকে হ্যাপসবার্গ শাসনের অধীনে রাখা এবং ২) নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের স্বার্থ রক্ষা করা। এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য মেটারনিখ দুটি শ্রেণীর সমর্থনের ওপর নির্ভর করেছিল—সামন্ত জমিদার ও দালাল পুজিপতি। রাজতন্ত্রের সমর্থক হওয়ার দরুন মেটারনিখ যে কোন ধরনের পরিবর্তনের বিরোধী ছিলেন। এই দিক থেকে বিচার করলে বলতে হয় মেটারনিখের ব্যবস্থা ছিল ত্রুটিপূর্ণ।

মেটারনিখ ইতিহাসের স্রোতের বিপরীতে যেতে চেয়েছিল। ১৭৮৯ খ্রিঃ ফরাসি বিপ্লব মানব সভ্যতার ইতিহাসে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছিল। ইউরোপের জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবাদ, উদারনোতিবাদ এবং প্রজাতন্ত্রের ধারণার বিকাশ ঘটেছিল। কিন্তু মেটারনিখ বলপ্রয়োগের মাধ্যমে এই বিপ্লবী ধারণার বিকাশকে আটকাতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর কাছে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রই ছিল আদর্শ ব্যবস্থা যা তিনি সারাজীবন রক্ষা করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু মেটারনিখের ব্যবস্থার পতন ছিল অবশ্যম্ভাবী। তিনি যুগধর্মকে অস্বীকার করেছিলেন যা ছিল তাঁর ব্যবস্থার মৌলিক ত্রুটি। বলপ্রয়োগের মাধ্যমে বিপ্লবী ধ্যান ধারণাকে ক্ষণিকের জন্য আটকানোর গেলেও দীর্ঘ সময়ের জন্য তাঁর গতিরোধ করা সম্ভব নয়। তাই ১৮৪৮ খ্রিঃ এই ধারণার চূড়ান্ত

প্রকাশ দেখা যায় ১৮৪৮ খ্রিঃ ফেব্রুয়ারি বিপ্লবে। এই বিপ্লবের ফলে মেটারনিখ ব্যবস্থার পতন হয় এবং মেটারনিখ বাধ্য হন পালিয়ে গিয়ে গ্রেট ব্রিটেনে আশ্রয় নিতে।

Q.5. নেপোলিয়ানের অভ্যন্তরীন সংস্কার সম্পর্কে আলোচনা কর।

- ১৭৯৯ খ্রিঃ প্রথম কনসালের পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর নেপোলিয়ান ফ্রান্সের অভ্যন্তরীন পুর্নগঠনে মনোনিবেশ করেন। ১৭৮৯-১৭৯৯ খ্রিঃ পর্যন্ত টানা দশ বছর ধরে চলা বিপ্লবী বিশৃঙ্খলার ফলে ফ্রান্সের সংকট তখন চরমে পৌছেছিল। প্রথম কনসাল হিসাবে নেপোলিয়ানের তখন উদ্দেশ্য ছিল ফ্রান্সের সমগ্র আইনি, আর্থিক ও প্রশাসনিক কাঠামোর পুর্নগঠন করা। নেপোলিয়ান তার এই উদ্দেশ্যে সফল হয়েছিলেন। তাই ঐতিহাসিক ডেভিড টমসন তাকে অষ্টাদশ শতকের শেষ হিতৈষী স্বৈরাচারী রাজা বলেছেন। তার বেশিরভাগ শাসনসংস্কার হয়েছিল ১৮০০-১৮০৩ খ্রিঃ মধ্যে। এই সময় তিনি লেব্রু, ক্যাম্বাসেরেস এবং ট্যালির‍্যান্ডের মতন কিছু দক্ষ মন্ত্রীর সহায়তা পেয়েছিলেন। কিন্তু তাদের ভূমিকা নেপোলিয়ানের তুলনায় ছিল নগন্য। মূলত নেপোলিয়ানই ছিলেন ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ সংস্কারের প্রধান রুপকার।

  বিপ্লবী যুগের ফ্রান্সের আর্থিক ও ব্যাঙ্কিং নীতি ছিল খুবই দূর্বল। নেপোলিয়ানের দৃঢ় শাসনকালে ব্যঙ্কাররা ফরাসী আর্থিক ব্যবস্থার প্রতি তাদের বিশ্বাস ফিরে পায়। নেপোলিয়ান উপলব্ধি করেন পুরাতনতন্ত্রের আর্থিক প্রশাসন ও কর ব্যবস্থা ছিল ক্যান্সার স্বরুপ। তাই তিনি এই দুটি ক্ষেত্রকে সংস্কার করতে উদ্যোগী হন। ১৮০০ খ্রিঃ The Bank of France প্রতিষ্ঠিত হয়। এক্ষেত্রে বিখ্যাত ব্যাঙ্কার পেরেগোর (Perregaux) তাকে সাহায্য করে। প্রথম দিকে এই ব্যাঙ্কের কাজ ছিল সরকারী ঋণ ও করের টাকার ব্যাবস্থাপনা। ১৮০৩ সালে এই ব্যাঙ্ককে ব্যাঙ্কনোট ছাড়ার একচেটিয়া অধিকার দেওয়া হয়। মুদ্রা ব্যবস্থাও ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণে আসে। ১৭৯৯-১৮১৪ খ্রিঃ মধ্যে সাড়ে সাত কোটি ফ্রাঁ মূল্যের স্বর্ণ ও রৌপ্য ফ্রাঁ চালু করা হয়।

  নেপোলিয়ান ফরাসী অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে উদ্যোগ নেন। তিনি অবাধ বাণিজ্যের তুলনায় অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপেরই বেশি সমর্থক ছিলেন। নেপোলিয়ানের মূল উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রের উৎসাহে কৃষির অগ্রগতি, ফ্রান্সের পক্ষে সুবিধাজনক বাণিজ্য এবং যথেষ্ঠ পরিমাণে ধাতুর যোগান। ইংল্যান্ড থেকে আমদানী নিয়ন্ত্রণ করার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন। রুটি বা মাংসের ব্যবসায় তিনি গিল্ড ব্যবস্থার পুনরাবর্তন অনুমতিও প্রদান করেন। শ্রমিকদের সংগঠন তৈরী করতে নিষেধ করা হয়। ১৭৯৮-এর ল্য শাপেলিয়ের আইননুযায়ী ১৮০৩-এর এপ্রিলে এই নিষেধাজ্ঞা নতুন করে বলবৎ করা হয়। শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য নেপোলিয়ান পর্যাপ্ত খাদ্য সরবরাহের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। তাই তিনি শস্য রপ্তানির ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ চাপান। রুটি ও ময়দার সর্বোচ্চ মূল্যও নির্ধারিত করে দেওয়া হয়।

  নেপোলিয়ান শিক্ষা সংস্কারে উদ্যীগী হয়েছিলেন। কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি সর্বদা বিপ্লবী মতাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হননি। George Rude-r মতে শিক্ষা সংস্কারের মাধ্যমে নেপোলিয়ানের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। মেয়েদের শিক্ষার ব্যাপারে

তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল না। কনভেনশন সৃষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয় বা ecole communal-এর ভার পৌরসভার ওপরে অর্পিত হয়। চার্চ পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহ আবার খুলে যায়। কনভেনশন প্রায় একশ মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেছিল। এদের ১৮০২-এর মে মাসের আইনে স্বীকার করে নেওয়া হয় এবং একজন শিক্ষা অধিকর্তার অধীনে আনা হয়। নেপোলিয়ানের নিজস্ব সৃষ্টি ছিল লিসে বা "Lycee" নামক নির্বাচিত স্কুল। এখানে সরকারি অনুদানে নির্বাচিত ছাত্রদের বিশেষ রকমের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়। ''লিসে''গুলিকে কঠোরভাবে সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। এর পাঠক্রম, রুটিন, শিক্ষক নিয়োগ সবই রাষ্ট্রের মাধ্যমে হত। নেপোলিয়ানের উদ্দেশ্য ছিল ''লিসে''গুলিকে জাতীয়তাবাদের নার্সারিতে পরিণত করা। তাঁর সময়েই ধীরে ধীরে এই লিসে"গুলি ফ্রান্সের সব থেকে বিশিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। দেশের সর্বত্র শিক্ষাক্ষেত্রে সামঞ্জস্য আনার জন্য ১৮০৮ খ্রিঃ University of France প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষার ওপর নেপোলিয়ান রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব আরও বেশী দৃঢ় করেন এবং রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত ছাত্র তৈরী করেন।

আইনের দিক থেকে এই সময়ের সব থেকে উল্লেখযোগ্য কীর্তি কোড নেপোলিয়ন। ১৮০৪ খ্রিঃ সিভিল কোড রুপে প্রকাশিত হয়ে এটি ১৮০৭ সালে কোড নেপোলিয়ন নামে পরিচিত হয়। কোড নেপোলিয়ন বিপ্লবের উদারনৈতিক, প্রথাগত ও প্রাকৃতিক আইনতত্ত্বের সঙ্গে ডিরেক্টরির শাসনকালের রোমান আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করেন। George Rude-এর মতে এই কোড উভয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখেছিল; এর মাধ্যমে ফরাসী বিপ্লবের সাম্যবাদী আদর্শের সঙ্গে সম্পত্তির অধিকার এবং অভিভাবক ও স্বামীর কর্তৃত্বও প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কোডে নারী ও পুরুষের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠা করেনি। বিবাহ বিচ্ছেদকে কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। অবৈধ সন্তানেরা কেবল বিশেষ পরিস্থিতিতেই সম্পত্তি লাভ করতে পারত। পুরাতনতন্ত্রের ন্যায় সন্তানের উপর অভিভাবকের কর্তৃত্ব বৃদ্ধি করা হয়। সম্পত্তি পুত্র ও কন্যাদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করার ব্যবস্থা হয়। অবশ্যই সন্ত্রাসকালীন গণতান্ত্রিক আদর্শ এতে স্থান পায়নি। কিন্তু সামন্ততন্ত্রের ও সামন্ততান্ত্রিক অধিকারের অবসানের ঘটনা এতে স্বীকৃত হয়। বিবেকের স্বাধীনতা ও চাকরির সমানাধিকারও একইভাবে স্বীকৃত হয়।

স্থানীয় শাসনব্যবস্থায় নেপলিয়ন বুরবোঁ রাজত্বের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাই ফিরিয়ে আনেন। ডিপার্টমেন্টগুলি একই রকম রাখা হয়, কিন্তু প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টের ভার দেওয়া হয় একজন প্রিফেক্টকে। প্রিফেক্টরা প্রথমে কনসাল দ্বারা মনোনীত হবেন। এছাড়া ডিপার্টমেন্ট, ক্যান্টন বা কমিউনগুলির নির্বাচিত পরিষদের ক্ষমতা পুরোপুরি পরামর্শদাতার হয়ে পড়ে। এমনকি মেয়েদেরও মনোনীত করার ব্যবস্থা করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রিফেক্টরা নিজ ক্ষেত্রে প্রায় সর্বময় কর্তা ছিলেন। Alexis de Tocqueville তাই লিখেছেন প্রিফেক্টরা পুরোনো ব্যবস্থার ইনটেড্যান্টদের প্রত্যাবর্তনই প্রায় সূচিত করেছিল।

রাষ্ট্রের প্রয়োজনেই নেপোলিয়ন ফ্রান্সে ক্যাথলিক চার্চের সঙ্গে সমঝোতায় আসেন। তাঁর মতে "জনগণের ধর্মের প্রয়োজন আছে। এই ধর্ম সরকারের হাতে থাকা

দরকার। তিনি ১৮০১ খ্রিঃ পোপ সপ্তম পায়াসের সঙ্গে Concordat চুক্তি সই করেন। এই চুক্তির মাধ্যমে বিপ্লবের সময় থেকে চলে আসা রাষ্ট্র ও চার্চের বিবাদের অবসান হয়, বিদ্রোহী যাজকদের রিপাবলিকের অন্তর্ভুক্ত হয়, চার্চের পুরানো জমিগুলি নিরাপদ করা হয়। সরকার যাজকদের বেতনদানের ব্যবস্থা করে এবং চার্চকে এই বিষয়ে আশ্বস্ত করা হয় যে ক্যাথলিক ধর্ম ফ্রান্সে পুনরায় মুক্তভাবে প্রচার করা যাবে। এইভাবে ক্যাথলি চার্চ ও ফরাসী রাষ্ট্রের মধ্যে একটি আপোষে আসা হয়।

নেপোলিয়নের বিভিন্ন সংস্কারকে সাধারণভাবে দুইদিক থেকে দেখা হয়েছে। একদিক থেকে তিনি বিপ্লবী নীতিকেই অনুসরণ করেছিলেন। অন্যদিকে তিনি চুপিসারে পুরনো বুরবোঁ ব্যবস্থার অনেক প্রতিষ্ঠানই ফিরিয়ে এনেছিলেন। বিপ্লবোত্তর বেশ কিছু নতুন ব্যবস্থাকে তিনি স্থায়িত্ব প্রদান করেছিলেন। সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করা হল। প্রশাসনিক ও আইনগত ঐক্যকে আরও দৃঢ় করে জাতীয় সংহতিকে পূর্ণতর রুপ দেওয়া হয়েছিল। এক অর্থে নেপোলিয়ন এবং ফ্রান্সের কৃষক ও সাধারণ মানুষের কাছে বিপ্লব প্রসূত সামাজিক ও প্রশাসনিক পরিবর্তন বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক স্বাধীনতার লক্ষ্যের থেকে অনেক বেশি প্রিয় ছিল। তাই তাঁর মতে ১৮০০-তে ফরাসী দেশের সাধারণ মানুষ সামাজিক ও প্রশাসনিক বিপ্লবকে সংহত করার প্রয়োজনে রাজনৈতিক বিপ্লবকে পরিত্যাগ করতে রাজি হয়েছিল।

Q.6. মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা কিভাবে নেপোলিয়নের পতনকে তরান্বিত করেছিল।

➢ নেপোলিয়নের জীবনের সবচেয়ে বড় ভূল ছিল মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা, যা তাকে পতনের দিকে চালিত করেছিল। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে কোনদিনই সুবিধা করে উঠতে পারেননি। ইংল্যান্ড ছিল তাঁর চিরশত্রূ। কিন্তু মিশর থেকে শুরু করে ট্রাফালগারের যুদ্ধ(১৮০৫) পর্যন্ত নেপোলিয়ন বার বার ইংল্যান্ডের হাতে বিপর্যস্ত হয়ে বুঝতে পেরেছিলেন যে, ইংল্যান্ডের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁর সাফল্যের কোন সম্ভাবনা নেই। তাই ইংল্যান্ডকে কাবু করার জন্য তিনি পরোক্ষে যে অস্ত্র প্রয়হোগ করেন, তাই হল মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা।

দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে নেপোলিয়ন তাঁর মহাদেশীয় অবরোধ প্রথা ঘোষণা করেছিলেন। প্রথম উদ্দেশ্য ছিল ইংল্যান্ডের সর্বনাশ করা। সরাসরি নৌযুদ্ধে ইংল্যান্ডকে পরাজিত করা অসম্ভব বিবেচনা করে নেপোলিয়ন চেয়েছিলেন ইংল্যান্ডের অর্থনীতি এমনভাবে পঙ্গু করতে যাতে সে শেষ পর্যন্ত তাঁর কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। তিনি জানতেন ইংল্যান্ডের সমৃদ্ধির মূল উৎস তার জগৎজোড়া বাণিজ্য। ইংরেজদের তিনি ‘দোকানদারের জাত’ বলে অভিহিত করতেন। কাজেই যদি তার ব্যবসা বাণিজ্য ধ্বংস করে দেওয়া যায়, তাহলে ইংল্যান্ডের সর্বনাশ হবে। ইংল্যান্ডের সর্বনাশ ছাড়া মহাদেশীয় অবরোধের পিছনে তাঁর দ্বিতীয় উদ্দেশয় ছিল ইংল্যান্ডের কাছ থেকে ইউরোপের বাজার কেড়ে নিয়ে সেখানে ফ্রান্সের বাজার তৈরী করা। এর ফলে ফ্রান্সের শিল্পোদ্যোগের জোয়ার আসবে। তিনি ভেবেছিলেন এর মাধ্যমে ফ্রান্সের

বুর্জোয়া শ্রেণীর সমর্থন তিনি পাবেন এবং তিনি তাঁর একনায়কতন্ত্রের ভিতকে আরও শক্তিশালী করতে পারবেন।

তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে নেপোলিয়নের এই পরিকল্পনা অভ্রান্ত ছিল। তবে এই পরিকল্পনা বাস্তবে রুপায়িত করতে হলে দুটি বিষয় খেয়াল করা অত্যাবশ্যক ছিল। প্রথমতঃ ইংল্যান্ডের তৈরী জিনিষ যাতে ইউরোপের বাজারে ঢুকতে না পারে তার জন্য ইউরোপের সম্পূর্ণ তটরেখা জুড়ে ফরাসী কর্তৃত্ব সুনিশ্চিত করার প্রয়োজন ছিল। অর্থাৎ যে সব অঞ্চলে ফরাসি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়নি, সেগুলিকে ফরাসী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সেই সঙ্গে ইংল্যান্ডের কোন জাহাজ যাতে ইউরোপের কোন বন্দরে ঢুকতে না পারে তার জন্য নজরদারীর ব্যবস্থা করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন ছিল শক্তিশালী নৌবহরের। দ্বিতীয়ত, অবরোধের ফলে ইউরোপের মানুষের যাতে অসুবিধা না হয় তার জন্য ফ্রান্সের তৈরী জিনিষপত্র দিয়ে ইউরোপের চাহিদা মেটানো। কিন্তু দুটি বিষয়ই ছিল একপ্রকার ফ্রান্সের সাধ্যাতীত। সমগ্র ইউরোপের তটরেখা পাহারা দেবার মত শক্তিশালী নৌবহর ফ্রান্সের ছিল না এবং তা রাতারাতি গড়ে তোলাও সম্ভব ছিল না। ইংল্যান্ডের নৌ-বহর ছিল বিশ্বসেরা। সুতরাং ইউরোপে ইংল্যান্ডের বাজার নষ্ট করার কাজ এক প্রকার অসম্ভব ছিল। অন্যদিকে ফ্রান্সেও রাতারাতি শিল্প বিপ্লব ঘটিয়ে ফ্রান্সের তৈরী দ্রব্যসামগ্রী দিয়ে ইউরোপের চাহিদা মেটানোর পরিকল্পনাও একপ্রকার অবাস্তব ছিল।

ট্রাফালহগারের পর নেপোলিয়ন ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে নো-যুদ্ধ স্থগিত রাখেন। কিন্তু ১৮০৬ সালে প্রাশিয়াকে পরাজিত করার পর ইংল্যান্ডকে জব্দ করার জন্য তিনি ঐ বছরের নভেম্বরে বার্লিন ডিক্রী ঘোষনা করে সমগ্র ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের উপর নৌ-অবরোধ জারি করা হয়। এর মাধ্যমে বলা হয় ফ্রান্স ও তার মিত্রদেশের বন্দরগুলিতে ইংল্যান্ডের কোন জাহাজ প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। এমনকি অন্য দেশের জাহাজে আনা ব্রিটিশ পণ্য বাজেয়াপ্ত করা হবে। রাশিয়া ও প্রাশিয়া উভয়েই এই নিষেধাজ্ঞা মানতে রাজি হল। কয়েক মাস পর অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও রাশিয়া ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। এইভাবে নেপোলিয়ন ইংল্যান্ডেকে ইউরোপে মিত্রহীন করতে সক্ষম হলেন। বার্লিন ডিক্রির প্রত্যুত্তরে ইংল্যান্ড “Orders in Council” জারি করে ফ্রান্স ও ইউরোপের বিরুদ্ধে পাল্টা নৌ অবরোধ ঘোষণা করল। নিরপেক্ষ কোন দেশের জাহাজ যাতে ফ্রান্স ও ইউরোপে ঢুকতে না পারে, তার জন্যই এই ঘোষণাপত্র জারী করা হয়। কোন জাহাজ যদি এই নির্দেশ অমান্য করে তাহলে সেই জাহাজ বাজেয়াপ্ত করা হবে বলে ঘোষণা করা হয়। এর বিরুদ্ধে নেপোলিয়ন ১৮০৭ সালে Fontainbleau ও Milan ডিক্রী জারি করে ঘোষণা করে যে, নিরপেক্ষ দেশের যে সব জাহাজ অর্ডার্স-ইন-কাউন্সিল মেনে নেবে, তাদের ব্রিটিশ জাহাজ বলে মনে করা হবে এবং তা বাজেয়াপ্ত করা হবে। সংক্ষেপে এই হল মহাদেশীয় প্রথা।

মহাদেশীয় অবরোধ ইংল্যান্ডের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। পূর্বে ইংল্যান্ডে প্রস্তুত পণ্যের এক-তৃতীয়াংশ এবং উপনিবেশ থেকে আমদানীকৃত পণ্যের তিন-চতুর্থাংশ ইংল্যান্ড ইউরোপের বাজারে বিক্রি করত। এই বাজার বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ইংল্যান্ড তীব্র অর্থনৈতিক সংকটের মুখে পড়ে। ১৮১১-১২

সালে এই সংকট তীব্রতর হয়। অর্ডারস-ইন-কাউন্সিল কার্যকর করা সহজ ছিল না। আমেরিকা, ডেনমার্কের মতো নৌশক্তিধর দেশ অর্ডারস-ইন-কাউন্সিল মানতে অস্বীকার করলে ইংল্যান্ড বাধ্য হয়ে আমেরিকার কয়েকটি বন্দর ও ডেনমার্কের রাজধানীতে গোলাবর্ষণ করে। অন্যদিকে অস্ট্রিয়া, হল্যান্ড, ইতালি, রাশিয়া মহাদেশীয় অবরোধ মেনে নিয়েছিল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত মহাদেশীয় অবরোধ ব্যবস্থা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ইংল্যান্ড দ্রুত তার প্রাথমিক সংকট কাটিয়ে ওঠে। ফ্রান্সের যথেষ্ঠ নৌবহর না থাকায় অবরোধ কার্যত ব্যার্থ হয়। ইংল্যান্ডের অর্থনীতির প্রকৃত শক্তি ও তার শিল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে নেপোলিয়নের সঠিক ধারণা ছিল না। ব্রিটিশ পণ্যসামগ্রী ব্যতীত ইউরোপের ব্যবসা বাণিজ্য অচল হয়ে পড়ে। নেপোলিয়ন ফ্রান্সে ইংল্যান্ডজাত পণ্য আমদানীর জন্য ফরাসী বণিকদের অনুমতি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি স্বয়ং সেনাবাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় পোষাক ঈ জুতো ইংল্যান্ড থেকে আমদানী করেছিলেন। তাছাড়া শিল্প ক্ষেত্রে ফ্রান্স কখনো ইংল্যান্ডের সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারে নি। নিরপেক্ষ দেশের জাহাজ চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা থাকায় ফরাসী শিল্পে কাঁচামালের অভাব দেখা যায়। অন্যদিকে চোরাপথে ইংল্যান্ডের পণ্য ইউরোপের বাজার ছেয়ে যায়। এই চোরা কারবার বন্ধ করা নেপোলিয়নের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

এই ব্যবস্থা ইউরোপে এক ব্যাপক অর্থনৈতিক সংকটের সৃষ্টি করে। অগ্নিমূল্য ফরাসী পণ্য কিনতে বাধ্য হওয়ায় অনান্য দেশের মানুষ নেপোলিয়নের বিরোধী হয়ে ওঠে। এমনকি তাঁর নিজের দেশের প্রজারাও তাঁর বিরুদ্ধে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে। এই ব্যবস্থা কার্যকর করতে গিয়ে তিনি ইউরোপের উপকূলে প্রায় দুই হাজার মাইল এলাকা জয়ের চেষ্টা করেন। ফলে একদিকে যেমন সেনাবাহিনীর উপর চাপ পড়ে তেমনি অপরদিকে তাঁর জনপ্রিয়তা ও বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী ভাবমূর্তি নষ্ট হয়। দেশে দেশে তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দেয়। ইংল্যান্ডকে পদানত করতে গিয়ে তিনি নিজেই নতুন নতুন সংকটের সন্মুখীন হন। এই ব্যবস্থা নেপোলিয়নের রাজনৈতিক জ্ঞানের চরম ব্যর্থতার পরিচয় যা তাঁর পতন ডেকে আনে।

Q.7. ১৭৮৯ খ্রিঃ ফরাসী বিপ্লবের পথ তৈরী করার ক্ষেত্রে দার্শনিকদের অবদানের মূল্যায়ন কর।

- ফরাসি বিপ্লবের ক্ষেত্রে অষ্টাদশ শতকীয় দার্শনিকদের ভূমিকা নিয়ে ঐতিহাসিক মহলে বিতর্কের শেষ নেই। দার্শনিকরা কেউই গণঅভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দেননি বা অংশ নেননি। কিন্তু তাঁরা তাঁদের লেখনীর জোরে মানুষের ভাবনা চিন্তায় পরিবর্তন আনতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। ফরাসি দার্শনিকরা ধর্মীয় অসহনশীলতা ও ক্যাথলিক নিষেধাজ্ঞাকে তীব্র আক্রমণ করেছিলেন। ফ্রান্সের যাজক সম্প্রদায় তাঁদের কর্তৃত্বের জন্য পার্থিব শাসক তথা শাসকশ্রেণীর ওপর খুব বেশি নির্ভর করতেন। সে কারণেই দার্শনিকরা চার্চের বিশেষ সুযোগসুবিধা, যাজকদের অবক্ষয় ও অন্ধ অনুশাসনের বিরুদ্ধে তীব্র কটাক্ষ করেছিলেন। ভলটেয়ার, মন্টেস্কু ও রুশো যৌক্তিক একেশ্বরবাদী (Deist) ছিলেন। অর্থাৎ তাঁরা বিশ্বাস করতেন ঈশ্বর বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু মানবজীবনের ওপর তাঁর কোনো নিয়ন্ত্রণ বা

প্রভাব নেই। ভলটেয়ারের বিখ্যাত মন্তব্য ছিল—ঈশ্বরের অস্তিত্ব যদি নাও থাকত তবে তাঁকে আবিষ্কার করতে হত। অন্যদিকে ডিডেরো ছিলেন নাস্তিক। মন্টেস্কু, ভলটেয়ার, ডিডেরো এবং রুশো—এই চারজন মহান অষ্টাদশ শতকীয় ফরাসি দার্শনিক তাদের অনন্যসাধারণ চিন্তা ভাবনার মাধ্যমে জগতকে আলোকিত করেছিলেন এবং সমাজ, ধর্ম ও রাজনীতিতে অসামান্য প্রভাব ফেলেছিলেন।

ফ্রান্সের সাহিত্যে ও সমাজ জীবনে সাম্যবাদী আদর্শের প্রতিফলন ছিল স্পষ্ট। জ্ঞানদীপ্ত্রির যুগের উপরোক্ত মননশীল ব্যক্তিত্বেরা স্মাজের উচ্চবর্গের মানুষের বিলাসবহুল জীবন এবং সামাজিক কৌলিন্যের অন্যায় দাভিগুলিকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছিলেন। তাঁরা সমাজের সার্বিক উন্নতির জন্য "কার্যকর জ্ঞান"-এর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তাঁরা সকলেই প্রবলভাবে বিশ্বাস করতেন যে, সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষেরই জনমতের দরবারে অংশগ্রহণ করার অধিকার আছে। রাজার স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতা থেকে শুরু করে সামাজিক বৈষম্য –এ সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধেই তা৬রা আক্রমণ চালিয়েছিল।

মন্টেস্কু(১৬৮৯-১৭৫৫) ছিলেন জ্ঞানদীপ্তির আদর্শের অন্যতম উজ্জ্বল প্রবক্তা। তাঁর "Persian Letters" নামক গ্রন্থে তিনি দাসপ্রথার বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ চালান। তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল, দাসব্যবস্থা একটি স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থারই সম্প্রসারণ এবং দাসপ্রথা প্রাকৃতিক আইনের পরিপন্থী। তাঁর রচিত "The Spirit of Laws" গ্রন্থে তিনি রাজার স্বৈরাচার রোধে বিচারব্যবস্থা, আইনসভা ও শাসনবিভাগের ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের কথা বলেন। তিনি মনে করতেন, রাজার সার্বভৌম ক্ষমতার আধার ঈশ্বর ন্ন, জনগণ। ভলটেয়ার(১৬৯৪-১৭৭৮) একজন যৌক্তিক একেশ্বরবাদী হিসাবে বিশ্বাস করতেন, ঈশ্বর বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের স্রষ্টা; কিন্তু বিশ্ব বেহ্মান্ড পরিচালিত হয় কতগুলি বৈজ্ঞানিক নিয়মের দ্বারা। ডেনিস ডিডেরো (১৭১৩-১৭৮৪) প্রায় ২৫ বছর ধরে বিশ্বকোষ রচনা করেছিলেন। তাঁর এই বিশ্বকোষের মধ্যে রাজকীয় কর্তৃত্ব বিরোধী বক্তব্য অন্তর্নিহিত ছিল। তাঁর বলিষ্ঠ বিশ্বাস ছিল যে কোনো কিছুই সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। ফরাসি জ্ঞানদীপ্তির আর এক কালজয়ী প্রতিনিধি দার্শনিক জাঁ জ্যাকস রুশো(১৭১২-১৭৭৮)। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ—"Discourse on the origin of Inequality" তে যুক্তির মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে, সমস্ত মানবসমাজই দুর্নীতিগ্রস্ত, কারণ সেখানে একে অপরের ওপর প্রভুত্ব করতে চায়। ১৭৬২ সালে প্রকাশিত হয় রুশোর বিখ্যাত গ্রন্থ "Social Contract"। এখানে তিনি লেখেন—"মানুষ জন্মগত স্বাধীন এবং সর্বত্রই সে শৃঙ্খলে আবদ্ধ"। এই গ্রন্থে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধানে প্রয়াসী হন। তা হল মানুষ তার ব্যক্তিস্বাধীনতা বিসর্জন না দিয়েও কীভাবে সমাজে সংঘবদ্ধভাবে সুরক্ষা ও ন্যায় নিশ্চিত করতে পারে। রুশো কল্পনা করেছিলেন যে, এমন একটি "সামাজিক চুক্তি" সম্পাদিত হবে, যার মাধ্যমে ব্যক্তি তার স্বাভাবিক অধিকার "সাধারণের ইচ্ছা"র (General Will) কাছে সমর্পণ করবেন। রুশোর কাছে 'সধারণের ইচ্ছা' ছিল সমান রাজনৈতিক অধিকার ভোগকারী নাগরিকদের মধ্যে ঐক্যমত্য। রুশো বিশ্বাস করতেন যে, একমাত্র প্র্যেক্ষ গণতন্ত্রের ওপর নির্ভরশীল রাজনৈতিক ব্যবস্থাই শোষণ ও নিপীড়নের সার্বজনীন প্রবণতার পথ রুদ্ধ করতে পারে। একথা অনস্বীকার্য যে, "মানবাধিকার ও নাগরিক অধিকারের ঘোষণাপত্রের" মতো বিপ্লবী দলিল অবশ্যই রুশোর চিন্তাধারার কাছে ঋণী। তাছারা আবে সিয়ে থেকে রোবসপিয়ার পর্যন্ত ফরাসি বিপ্লবের বহু নেতার লেখায় ও বক্তৃতায় রুশোর রাষ্ট্রচিন্তার প্রভাব ছিল স্পষ্ট।

সমসাময়িক ইংরেজ দার্শনিক এডমন্ড বার্ক তাঁর ফরাসি বিপ্লব সংক্রান্ত আলোচনায় মত দিয়েছেন বিপ্লব ছিল একদল শিক্ষিত মানুষ ও দার্শনিকের কুচক্রান্তের পরিণতি। তাঁর মতে ফরাসি বিপ্লব ছিল হাতে গোনা কিছু বুদ্ধিজীবির ষড়যন্ত্রের ফসল। এই ষড়যন্ত্র তত্ত্বের আরও

বিশদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন আবে বারুয়েল। অষ্টাদশ শতকের ফ্রান্সের স্থিতাবস্থা ভেঙে দিয়ে একটি বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান ঘটানোর জন্য তিনি দার্শনিকদের দায়ী করেছেন।

১৮৪০-এর দশকের এক অসামান্য ঐতিহাসিক জুলে মিশেল বিপ্লবীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাঁর কাছে ফরাসি বিপ্লব ছিল রাজতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্রের নিষ্ঠুরতা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে জনতার এক স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুত্থান। তবে তিনি দার্শনিকদের অবদানপকে ছোট করে দেখেননি কারণ দার্শনিকরাই মানুষকে স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সচেতন করেছিল। তকভিল মনে করেন—সরকারি দোষ ত্রুটি তৎকালীন ফ্রান্সে এক রাজনৈতিক বিরোধিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। কিন্তু এই রাজনৈতিক বিরোধিতার প্রাথমিক বহিঃপ্রকাশ ঘটেনি। তখন সরকার বিরোধিরা হাতে কলম তুলে নেন এবং ক্রমে নেতৃত্ব উঠে আসেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল—দেশের যাবতীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে সমূলে উৎপাটিত করা। তকভিলের কাছে দার্শনিকদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হলেও বার্কের ন্যায় তিনি একে ষড়যন্ত্র হিসাবে দেখেননি। তাঁর কাছে এটি ছিল বৈষম্য ও অপশাসনের এক বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া।

মার্কসবাদী ঐতিহাসিক এলবার্ট সবুল কিন্তু জ্ঞানদীপ্ত দার্শনিকদের ভূমিকাকে গুরুত্বহীন বলে মনে করেননি। সবুলের মতে জ্ঞানদীপ্ত ছিল একান্তই বুর্জোয়া শ্রেণীর মতাদর্শ। সমাজের আর্থিক ভিত্তি পরিবর্তিত হবার সঙ্গে সঙ্গে মতাদর্শের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন এসেছিল। তবে ফরাসি বিপ্লবে দার্শনিকদের অবদানের এক অসামান্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন ঐতিহাসিক জর্জ রুদে। তাঁর মতে অর্থনৈতিক দূরবস্থা, সামাজিক অসন্তোষ এবং রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খাজনিত হতাশা ইত্যাদি এককভাবে বিপ্লব ঘটাতে পারত না। বিভিন্ন ভাবধারাকে একীকরণের প্রয়োজন ছিল। প্রয়োজন ছিল আশা ও প্রতিবাদের একটি সাধারণ ভাষা তৈরী করার। তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের স্বার্থ জড়িত বিবিধ সামাজিক শ্রেণীর অসন্তোষ ও হতাশাকে এক সূত্রে গেঁথে ফেলার জন্য একটি "বিপ্লবী মনস্তত্ব" তৈরিরও দরকার ছিল। রুদের মতে, এই অত্যাবশ্যক দায়িত্বগুলি পালন করেছিলেন অষ্টাদশ শতকীয় ফরাসি দার্শনিকরা। রুদে লিখেছিলেন—আমাদের সময়ে বিপ্লবে মতাদর্শগত ভিত্তি স্থাপন করে রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব ছিল না। সে ক্ষেত্রে বলা যায়, জ্ঞানদীপ্ত লেখকেরা বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে প্রাথমিক ভাবে একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। রুদেকে অনুসরণ করে বলা যায়—অষ্টাদশ শতকীয় দার্শনিকরা পূর্বতন ব্যবস্থার মতাদর্শগত সমর্থন দুর্বল করে দিয়েছিলেন।

Q.8. ফরাসি বিপ্লবের প্রাক্কালে ফ্রান্সের অভিজাত ও যাজকের অবস্থা আলোচনা কর।

- বিপ্লব পূর্ববর্তী ফ্রান্সে ফরাসি সমাজ তিনটি এস্টেটে বিভক্ত ছিল। প্রথম এস্টেটের অন্তর্গত ছিলেন যাজক সম্প্রদায়, অভিজাত শ্রেণীকে নিয়ে গড়ে উঠেছিল দ্বিতীয় এস্টেট এবং জনসংখ্যার বাকি অংশ অর্থাৎ বুর্জোয়া শ্রেণী, কৃষক, ষুরে দরিদ্র জনতা প্রভৃতি সকলে ছিলেন তৃতীয় এস্টেটের মানুষ। প্রাক-বিপ্লব ফ্রান্সে প্রথম দুই এস্টেটের প্রতিনিধিরা অর্থাৎ যাজক ও অভিজাত শ্রেণী ছিল সুবিধাভোগী। তৃতীয় এস্টেটের মানুষরা ছিল যাবতীয় সুবিধা থেকে বঞ্চিত।

  ফ্রান্সে জনসংখ্যার অতি সামান্য অংশ ছিলেন যাজকেরা। এদের সংখ্যা ছিল মোটামুটি ১ লক্ষ ৩০ হাজার। তাঁদের মধ্যে অর্ধেক পার্থিব কার্যাবলীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অন্যান্যরা ধর্মীয়

প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন স্তরের সদস্য ছিলেন। ফ্রান্স ছিল একটি ক্যাথলিক রাষ্ট্র। ফলে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাজকেরা অসম্ভব প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন। ধর্ম ছাড়াও নানা সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁদের প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল। উচ্চবর্গের যাজকেরা ছিলেন অত্যন্ত সম্পদশালী। চার্চের ভূসম্পত্তি থেকে তাদের আয় ছিল বিশাল অঙ্কের। তাছাড়া ধর্মকর বা টাইথ বাবদও চার্চ প্রচুর আয় করত। চার্চগুলি হয়ে উঠেছিল সম্পদ, সুযোগ সুবিধা ও ক্ষমতার কেন্দ্র। অভ্যন্তরীণ শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রেও চার্চের যাজকেরা যথেষ্ঠ ক্ষমতা ভোগ করতেন। কিন্তু তাঁরা রাষ্ট্রজে প্রায় কিছুই দিতেন না। যাজকেরা রাজাকে সামান্য কিছু অবৈতনিক উপহার দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন এবং তার জন্য তাঁরা সাধারণ মানুষের থেকে টাকা আদায় করতেন। ফ্রান্সের যাজকেরা ছিলেন একটি বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়, স্বতন্ত্র কোন শ্রেণীর মানুষ তারা ছিলেন না। যাজকদের মধ্যে অভিজাত ও সাধারণ মানুষ দুইই ছিলেন। কেবলমাত্র অভিজাত পরিবারের লোকেদেরই বিশপ হিসাবে নিযুক্ত করা হত। প্রাক বিপ্লব ফ্রান্সে ১৩৯ জন বিশপই ছিলেন অভিজাত পরিবারের সন্তান। ফরাসি চার্চের নিম্ন স্তরভুক্ত যাজকেরা ছিলেন অত্যন্ত দরিদ্র।

যাজকদের মতো অভিজাতদের সংখ্যাও ছিল ফ্রান্সের জনসংখ্যার অনুপাতে বেশ কম। আবে সিয়ের দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রাক বিপ্লব ফ্রান্সে অভিজাতদের সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ১০ হাজার। তবে এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক জর্জ লেফেভার বলেছেন—আবে সিয়ে সম্ভবত এখহেত্রে অভিজাত পরিবারের প্রধানদের ধরেছেন এবং যারা ব্যক্তিগতভাবে অভিজাততন্ত্রের সদস্য হয়েছিলেন তাদের বাদ দিয়েছিলেন। সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে জানা যায় প্রাক-বিপ্লব ফ্রান্সে অভিজাতদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৪ লক্ষ। অভিজাততন্ত্র ছিল বংশানুক্রমিক। নীতিগত ভাবে ফ্রান্সের মানুষ কেবল জন্মসূত্রেই আভিজাত্য অর্জপ্ন করতে পারত। অভিজাতরা বিশ্বাস করতেন যে তাঁরা তুচ্ছ সাধারণ মানুষের তুলনায় জাতিগতভাবে উৎকৃষ্ট। ফরাসি অভিজাতরা রাজতন্ত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। তাঁদের অধিকাংশই ভার্সাই শহরে বাস করতেন। প্রাক-বিপ্লব ফ্রান্সের মোট জমির এক-পঞ্চমাংশ ছিল অভিজাতদের মালিকানাধীন। সমাজে তাঁরা বেশ কিছু সুযোগ সুবিধা ভোগ করতেন। অভিজাতরা তদের কৃষকদের ওপর কতকগুলি সামন্ততান্ত্রিক ও ম্যানরীয় অধিকার ভোগ করতেন। বাধ্যতামূলক কর বা "টাইল" থেকে অভিজাতদের অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল। শাসক ইচ্ছে করলে তাঁর কোন কে অভিজাততন্ত্রে স্থান দিতে পারতেন। তিনি তাঁর রাজস্ব বারানোর জন্য শাসনতান্ত্রিক, বিচার বিভাগীয়, আর্থিক ও সামরিক পদ বিক্রি করতে পারতেন। অভিজাতরা চড়া মূল্যের বিনিময়ে এই সমস্ত পদ ক্রয় করতেন। দুর্নীতি ও অবৈধ লেনদেনের মাধ্যমে একদল নতুন অভিজাতর সৃষ্টি হয়েছিল প্রাক-বিপ্লব ফ্রান্সে। এদের বলা হত "Nobility of the Robe"। এই ধরনের অভিজাতরা সাধারণত শাসনতন্ত্র ও পৌর কার্যাবলীর সঙ্গে যুক্ত থাকতেন। এই সমস্ত অভিজাতরা বৈবাহিক ও পেশাগত সংহতির ভিত্তিতে একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিলেন। বিশাল সম্পদ ও প্রভাবের ওপর ভিত্তি করে ফরাসি অভিজাততন্ত্র একটি ক্ষমতাসম্পন্ন শ্রেণীতে পরিণত হয়েছিল। শাসনতন্ত্রো ও যুদ্ধ সমেত নানা বিষয়ে রাজা অভিজাততন্ত্রের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। তবে রাজতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্রের মধ্যেকার সম্পর্ক সব সময় মসৃণ ছিল না। প্রভাবশালী ও ক্ষমতাসম্পন্ন অভিজাততন্ত্র প্রায়ই রাজার নিরঙ্কুশ ক্ষমতার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করত। এলবার্ট গুডউইন লিখেছেন—''সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে ফরাসি রাজা চতুর্দশ লুই এবং তাঁর দুই যোগ্য মন্ত্রী রিশল্যুওপ ম্যাজারিনের রাজতন্ত্রকে শক্তিশালী করার প্রবল প্রয়াস সত্ত্বেও সামন্ততন্ত্রের অস্তিত্বশীল স্মারক রাজতন্ত্রের ক্ষমতায় বাধা সৃষ্টি করেছিল।"

Q.9. ফরাসি বিপ্লবের প্রাক্কালে তৃতীয় এস্টেটের বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর অবস্থা কি ছিল?

- বিপ্লব পূর্ববর্তী ফ্রান্সে ফরাসি সমাজ তিনটি এস্টেটে বিভক্ত ছিল। প্রথম এস্টেটের অন্তর্গত ছিলেন যাজক সম্প্রদায়, অভিজাত শ্রেণীকে নিয়ে গড়ে উঠেছিল দ্বিতীয় এস্টেট এবং জনসংখ্যার বাকি অংশ অর্থাৎ বুর্জোয়া শ্রেণী, কৃষক, ষুরে দরিদ্র জনতা প্রভৃতি সকলে ছিলেন তৃতীয় এস্টেটের মানুষ। প্রাক-বিপ্লব ফ্রান্সে প্রথম দুই এস্টেটের প্রতিনিধিরা অর্থাৎ যাজক ও অভিজাত শ্রেণী ছিল সুবিধাভোগী। তৃতীয় এস্টেটের মানুষরা ছিল যাবতীয় সুবিধা থেকে বঞ্চিত। ১৭৮৯ সালের জানুয়ারী মাসে আবে সিয়ে "What is the Third Estate" নামে প্রখ্যাত একটি ইস্তাহার প্রকাশ করেন। এই ইস্তাহারে তিনটি প্রশ্ন তুলে তিনি সুবিধাভোগী যাজক ও অভিজাত শ্রেণীকে আক্রমণ করেন। প্রশ্ন ও তার উত্তরগুলি ছিল—তৃতীয় এস্টেট কী? সবকিছু। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বর্তমানে তার অবস্থান কী? কিছুই না। তৃতীয় এস্টেট কী হতে চায়? সামান্য কিছু।

  তৃতীয় এস্টেটের অন্তর্গত শ্রেণীগুলির মধ্যে সবচেয়ে সম্পদশালী, শিক্ষিত ও অগ্রসর শ্রেণী ছিল বুর্জোয়া শ্রেণী। অষ্টাদশ শতকের অর্থনৈতিক পরিবর্তন বুর্জোয়া শ্রেণীকে অসম্ভব শক্তিশালী করে তুলেছিল। প্রাথমিক ভাবে বুর্জোয়ারা উঠে এসেছিল সেই সমস্ত কারিগর ও কৃষকদের মধ্য থেকে, যাঁরা ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত হয়েছিলেন। কঠোর পরিশ্রম এবং মিতব্যয়িতার মাধ্যমে তাঁরা বিপুল সম্পদ অর্জন করেছিল। আবার অনেকেই ফাটকা কারবারের সূযোগ নিয়ে ধনী হয়ে ওঠেন। চতুর্দশ লুই-এর ব্যয়সাপেক্ষ অভিযানগুলি ঠিকাদার, বণিক ও লগ্নিকারীদের সামনে বড়লোক হয়ে ওঠার সুযোগ উন্মুক্ত হয়ে করেছিল। অষ্টাদশ শতকীয় ফ্রান্সের রাষ্ট্রনীতির অন্যতম উদ্দেশয় ছিল বাণিজ্য ও লগ্নির মাধ্যমে ধনী হয়ে ওঠা ব্যক্তিদের রাষ্ট্রের কাজে ব্যবহার করা। অষ্টাদশ শতকে ধনী বুর্জোয়ারা বড়ো বড়ো বাড়ি তৈরী করেছিলেন, ম্যনরের প্রভু হয়ে বসেছিলেন এবং তাঁদের ভূসম্পত্তির ওপর জমিদারি অধিকার কায়েম করেছিলেন। জাঁ জরেস মনে করেন, অষ্টাদশ শতকের অন্তিম লগ্নে প্যারিস শহরের অস্থির উন্নতির জন্য অনেকটাই দায়ী ছিলেন বুর্জোয়া শ্রেণী। বুর্জোয়াদের মধ্যে সামান্য কতিপয় ব্যক্তি "ফার্মার জেনারেল" হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। তাঁরা সরকারি রাজস্ব এবং অভ্যন্তরীণ শুল্ক ব্যবস্থার ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে নিজেদের অবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধন করেছিলেন। বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করে তাঁরা বিচার বিভাগীয় ও প্রশাসনিক পদগুলি কিনতে উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন। বুর্জোয়া শ্রেণির এই অংশ রাষ্ট্রকে ঋণ দিত। যতদিন পর্যন্ত ফরাসি রাষ্ট্র ঋণ শোধ করার মতো সম্পন্ন অবস্থায় ছিল, ততদিন বাণিজ্য ও লগ্নির সঙ্গে যুক্ত বুর্জয়ারা রাজতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্রের সঙ্গে আপোস করে চলেছিল। কিন্তু ১৭৮০-র দশকে চরম আর্থিক সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থ উপার্জনের বিভিন্ন সূযোগ সংকুচিত হয়। বুর্জোয়া শ্রেণী তখন আরও বেশি সুযোগ সুবিধা ও অধিকারের দাবিতে সোচ্চার হয়, যা অবশ্যই ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করেছিল।

  বাণিজ্য ও লগ্নির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা ছাড়াও বুর্জোয়া শ্রেণীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিলেন আইনজীবী, অধ্যাপক, লেখক, চিকিৎসক প্রমুখ। বৃত্তিজীবী মানুষ ফরাসি জনগণের মধ্যে সবচেয়ে অগ্রসর ও আলোকপ্রাপ্ত অংশ ছিলেন তাঁরা। তাঁরাই ফ্রান্সের সাধারণ মানুষের কাছে দার্শনিকগণ প্রচারিত জ্ঞানদীপ্তির বার্তা বহন করে নিয়ে এসেছিলেন। বুর্জোয়া শ্রেণীর এই অংশের ঠিক নীচে অবস্থান ছিল কারিগর ও দোকানদারদের। তাঁরাও বুর্জোয়া শ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন। বুর্জোয়ারা নিজেদের তৃতীয় এস্টেটের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং ১৭৮৯-এর বিপ্লবে তাঁদের ভূমিকাই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

জর্জ রুদে লিখেছেন—'যেহেতু প্রাক বিপ্লব ফ্রান্সে সম্পদের প্রধান উৎস ছিল কৃষি, কৃষকরাই ছিলেন সম্পদের প্রকৃত উৎপাদক ও মেহনতি মানুষ।' ফ্রান্সের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগই ছিলেন কৃষক পরিবারের মানুষ। সম্ভবত এক-চতুর্থাংশ কৃষকদের নিজস্ব জমি ছিল। তাঁদের অবস্থা ছিল অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ। কৃষকদের অন্যান্য অংশ ছিলেন দরিদ্র ও দুর্দশাগ্রস্ত। সমসাময়িক ইংরেজ পর্যটক আর্থার ইয়ং-এর বর্ণনায় তাদের দারিদ্র ও দুর্দশার কথা বিবৃত আছে। এদের অর্ধেক অংশ ছিলেন দরিদ্র ভাগচাষী, যাদের "মেটায়ার" বলা হত। এদের নিজস্ব কোন পুঁজি ছিল না এবং তাঁরা তাঁদের উৎপাদিত পণ্য জমির মালিকের সঙ্গে ভাগ করে নিতেন। ফরাসি কৃষকদের এক-চতুর্থাংশ ছিলেন ভূমিহীন চাষী। ফ্রান্সে বেশ কিছু স্থানে তখনও ভুমিদাস প্রথার অস্তিত্ব ছিল।

ফরাসি কৃষকেরা ছিলেন করভারে জর্জরিত। তাদের চার্চকে ধর্মকর বা টাইথ দিতে হত। তাছাড়া টাইল, ভিংটিমে, ক্যাপিটেশন, গ্যাবেল(লবণের ওপর কর) ইত্যাদি নানাবিধ কর তাদের রাষ্ট্রকে দিতে হত। তার ওপর ভূস্বামীরও কৃষকদের কাছ থেকে নানা ধরনের পাওনা ছিল। কৃষকেরা তাঁদের ভূস্বামীদের কাছে বেগার খাটতে বাধ্য হতেন। এই ব্যবস্থাকে বলা হত কর্ভি প্রথা। তদুপরি কৃষকরা ভূস্বামীদের সঁস(Cens) বা নগদ টকায় খাজনা, শ্যাম্পার্ট(Champart) বা পণ্যের মাধ্যমে খাজনা, লডস এট ভেন্টেস(Lods at ventes) বা সম্পত্তি হস্তান্তরের জন্য প্রদেয় অর্থ দিতে বাধ্য থাকতেন। যদি কৃষকের নিজস্ব জমি না থাওকত তবে তাকে সামন্তপ্রভুর মিল, বেকারি ও মদ তৈরির ভাঁটিখানা ইত্যাদি ব্যবহারের জন্য টাকা দিতে হত। ঐতিহাসিক লাব্রূসে হিসাব করে দেখিয়েছেন যে, একজন কৃষকের আয়ের ৯৫ শতাংশই কর দিতে চলে যেত। তবে ফ্রান্সের বিভিন্ন স্থানে করের বোঝার তারতম্য ছিল। খারাপ ফলনের বছরগুলিতে কিন্তু কৃষকদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠত এবং মারাত্মক করভার তাঁদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল।

Q.10. ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কালে ফ্রান্সের সামাজিক পরিস্থিতি বিচার কর।

- বিপ্লব পূর্ববর্তী ফ্রান্সে ফরাসি সমাজ তিনটি এস্টেটে বিভক্ত ছিল। প্রথম এস্টেটের অন্তর্গত ছিলেন যাজক সম্প্রদায়, অভিজাত শ্রেণীকে নিয়ে গড়ে উঠেছিল দ্বিতীয় এস্টেট এবং জনসংখ্যার বাকি অংশ অর্থাৎ বুর্জোয়া শ্রেণী, কৃষক, ষুরে দরিদ্র জনতা প্রভৃতি সকলে ছিলেন তৃতীয় এস্টেটের মানুষ। প্রাক-বিপ্লব ফ্রান্সে প্রথম দুই এস্টেটের প্রতিনিধিরা অর্থাৎ যাজক ও অভিজাত শ্রেণী ছিল সুবিধাভোগী। তৃতীয় এস্টেটের মানুষরা ছিল যাবতীয় সুবিধা থেকে বঞ্চিত। ১৭৮৯ সালের জানুয়ারী মাসে আবে সিয়ে "What is the Third Estate" নামে প্রখ্যাত একটি ইস্তাহার প্রকাশ করেন। এই ইস্তাহারে তিনটি প্রশ্ন তুলে তিনি সুবিধাভোগী যাজক ও অভিজাত শ্রেণীকে আক্রমণ করেন। প্রশ্ন ও তার উত্তরগুলি ছিল—তৃতীয় এস্টেট কী? সবকিছু। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বর্তমানে তার অবস্থান কী? কিছুই না। তৃতীয় এস্টেট কী হতে চায়? সামান্য কিছু।

  ফ্রান্সে জনসংখ্যার অতি সামান্য অংশ ছিলেন যাজকেরা। এদের সংখ্যা ছিল মোটামুটি ১ লক্ষ ৩০ হাজার। তাঁদের মধ্যে অর্ধেক পার্থিব কার্যাবলীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অন্যান্যরা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন স্তরের সদস্য ছিলেন। ফ্রান্স ছিল একটি ক্যাথলিক রাষ্ট্র। ফলে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাজকেরা অসম্ভব প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন। ধর্ম ছাড়াও নানা সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁদের প্রভাব বিস্তৃত হয়েছিল। উচ্চবর্গের যাজকেরা ছিলেন অত্যন্ত

সম্পদশালী। চার্চের ভূসম্পত্তি থেকে তাদের আয় ছিল বিশাল অঙ্কের। তাছাড়া ধর্মকর বা টাইথ বাবদও চার্চ প্রচুর আয় করত। চার্চগুলি হয়ে উঠেছিল সম্পদ, সুযোগ সুবিধা ও ক্ষমতার কেন্দ্র। অভ্যন্তরীণ শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রেও চার্চের যাজকেরা যথেষ্ঠ ক্ষমতা ভোগ করতেন। কিন্তু তাঁরা রাষ্ট্রজে প্রায় কিছুই দিতেন না। যাজকেরা রাজাকে সামান্য কিছু অবৈতনিক উপহার দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন এবং তার জন্য তাঁরা সাধারণ মানুষের থেকে টাকা আদায় করতেন। ফ্রান্সের যাজকেরা ছিলেন একটি বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়, স্বতন্ত্র কোন শ্রেণীর মানুষ তারা ছিলেন না। যাজকদের মধ্যে অভিজাত ও সাধারণ মানুষ দুইই ছিলেন। কেবলমাত্র অভিজাত পরিবারের লোকেদেরই বিশপ হিসাবে নিযুক্ত করা হত। প্রাক বিপ্লব ফ্রান্সে ১৩৯ জন বিশপই ছিলেন অভিজাত পরিবারের সন্তান। ফরাসি চার্চের নিম্ন স্তরভুক্ত যাজকেরা ছিলেন অত্যন্ত দরিদ্র।

যাজকদের মতো অভিজাতদের সংখ্যাও ছিল ফ্রান্সের জনসংখ্যার অনুপাতে বেশ কম। আবে সিয়ের দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রাক বিপ্লব ফ্রান্সে অভিজাতদের সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ১০ হাজার। তবে এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক জর্জ লেফেভার বলেছেন—আবে সিয়ে সম্ভবত এখহেত্রে অভিজাত পরিবারের প্রধানদের ধরেছেন এবং যারা ব্যক্তিগতভাবে অভিজাততন্ত্রের সদস্য হয়েছিলেন তাদের বাদ দিয়েছিলেন। সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে জানা যায় প্রাক-বিপ্লব ফ্রান্সে অভিজাতদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৪ লক্ষ। অভিজাততন্ত্র ছিল বংশানুক্রমিক। নীতিগত ভাবে ফ্রান্সের মানুষ কেবল জন্মসূত্রেই আভিজাত্য অর্জপ্ন করতে পারত। অভিজাতরা বিশ্বাস করতেন যে তাঁরা তুচ্ছ সাধারণ মানুষের তুলনায় জাতিগতভাবে উৎকৃষ্ট। ফরাসি অভিজাতরা রাজতন্ত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। তাঁদের অধিকাংশই ভার্সাই শহরে বাস করতেন। প্রাক-বিপ্লব ফ্রান্সের মোট জমির এক-পঞ্চমাংশ ছিল অভিজাতদের মালিকানাধীন। সমাজে তাঁরা বেশ কিছু সুযোগ সুবিধা ভোগ করতেন। অভিজাতরা তদের কৃষকদের ওপর কতকগুলি সামন্ততান্ত্রিক ও ম্যানরীয় অধিকার ভোগ করতেন। বাধ্যতামূলক কর বা "টাইল" থেকে অভিজাতদের অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল। শাসক ইচ্ছে করলে তাঁর কোন কে অভিজাততন্ত্রে স্থান দিতে পারতেন। তিনি তাঁর রাজস্ব বারানোর জন্য শাসনতান্ত্রিক, বিচার বিভাগীয়, আর্থিক ও সামরিক পদ বিক্রি করতে পারতেন। অভিজাতরা চড়া মূল্যের বিনিময়ে এই সমস্ত পদ ক্রয় করতেন। দুর্নীতি ও অবৈধ লেনদেনের মাধ্যমে একদল নতুন অভিজাতর সৃষ্টি হয়েছিল প্রাক-বিপ্লব ফ্রান্সে। এদের বলা হত "Nobility of the Robe"। এই ধরনের অভিজাতরা সাধারণত শাসনতন্ত্র ও পৌর কার্যাবলীর সঙ্গে যুক্ত থাকতেন। এই সমস্ত অভিজাতরা বৈবাহিক ও পেশাগত সংহতির ভিত্তিতে একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিলেন। বিশাল সম্পদ ও প্রভাবের ওপর ভিত্তি করে ফরাসি অভিজাততন্ত্র একটি ক্ষমতাসম্পন্ন শ্রেণীতে পরিণত হয়েছিল। শাসনতন্ত্রো ও যুদ্ধ সমেত নানা বিষয়ে রাজা অভিজাততন্ত্রের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। তবে রাজতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্রের মধ্যেকার সম্পর্ক সব সময় মসৃণ ছিল না। প্রভাবশালী ও ক্ষমতাসম্পন্ন অভিজাততন্ত্র প্রায়ই রাজার নিরঙ্কুশ ক্ষমতার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করত। এলবার্ট গুডউইন লিখেছেন—''সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে ফরাসি রাজা চতুর্দশ লুই এবং তাঁর দুই যোগ্য মন্ত্রী রিশল্যুওপ ম্যাজারিনের রাজতন্ত্রকে শক্তিশালী করার প্রবল প্রয়াস সত্ত্বেও সামন্ততন্ত্রের অস্তিত্বশীল স্মারক রাজতন্ত্রের ক্ষমতায় বাধা সৃষ্টি করেছিল।"

তৃতীয় এস্টেটের অন্তর্গত শ্রেণীগুলির মধ্যে সবচেয়ে সম্পদশালী, শিক্ষিত ও অগ্রসর শ্রেণী ছিল বুর্জোয়া শ্রেণী। অষ্টাদশ শতকের অর্থনৈতিক পরিবর্তন বুর্জোয়া শ্রেণীকে অসম্ভব শক্তিশালী করে তুলেছিল। প্রাথমিক ভাবে বুর্জোয়ারা উঠে এসেছিল সেই সমস্ত কারিগর ও কৃষকদের মধ্য থেকে, যাঁরা ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত হয়েছিলেন। কঠোর পরিশ্রম এবং

মিতব্যয়িতার মাধ্যমে তাঁরা বিপুল সম্পদ অর্জন করেছিল। আবার অনেকেই ফাটকা কারবারের সূযোগ নিয়ে ধনী হয়ে ওঠেন। চতুর্দশ লুই-এর ব্যয়সাপেক্ষ অভিযানগুলি ঠিকাদার, বণিক ও লগ্নিকারীদের সামনে বড়লোক হয়ে ওঠার সুযোগ উন্মুক্ত হয়ে করেছিল। অষ্টাদশ শতকীয় ফ্রান্সের রাষ্ট্রনীতির অন্যতম উদ্দেশয় ছিল বাণিজ্য ও লগ্নির মাধ্যমে ধনী হয়ে ওঠা ব্যক্তিদের রাষ্ট্রের কাজে ব্যবহার করা। অষ্টাদশ শতকে ধনী বুর্জোয়ারা বড়ো বড়ো বাড়ি তৈরী করেছিলেন, ম্যনরের প্রভু হয়ে বসেছিলেন এবং তাঁদের ভূসম্পত্তির ওপর জমিদারি অধিকার কায়েম করেছিলেন। জাঁ জরেস মনে করেন, অষ্টাদশ শতকের অন্তিম লগ্নে প্যারিস শহরের অস্থির উন্নতির জন্য অনেকটাই দায়ী ছিলেন বুর্জোয়া শ্রেণী। বুর্জোয়াদের মধ্যে সামান্য কতিপয় ব্যক্তি "ফার্মার জেনারেল" হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। তাঁরা সরকারি রাজস্ব এবং অভ্যন্তরীণ শুল্ক ব্যবস্থার ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে নিজেদের অবস্থার প্রভূত উন্নতি সাধন করেছিলেন। বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করে তাঁরা বিচার বিভাগীয় ও প্রশাসনিক পদগুলি কিনতে উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন। বুর্জোয়া শ্রেণির এই অংশ রাষ্ট্রকে ঋণ দিত। যতদিন পর্যন্ত ফরাসি রাষ্ট্র ঋণ শোধ করার মতো সম্পন্ন অবস্থায় ছিল, ততদিন বাণিজ্য ও লগ্নির সঙ্গে যুক্ত বুর্জয়ারা রাজতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্রের সঙ্গে আপোস করে চলেছিল। কিন্তু ১৭৮০-র দশকে চরম আর্থিক সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থ উপার্জনের বিভিন্ন সূযোগ সংকুচিত হয়। বুর্জোয়া শ্রেণী তখন আরও বেশি সুযোগ সুবিধা ও অধিকারের দাবিতে সোচ্চার হয়, যা অবশ্যই ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করেছিল।

বাণিজ্য ও লগ্নির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা ছাড়াও বুর্জোয়া শ্রেণীর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিলেন আইনজীবী, অধ্যাপক, লেখক, চিকিৎসক প্রমুখ। বৃত্তিজীবী মানুষ ফরাসি জনগণের মধ্যে সবচেয়ে অগ্রসর ও আলোকপ্রাপ্ত অংশ ছিলেন তাঁরা। তাঁরাই ফ্রান্সের সাধারণ মানুষের কাছে দার্শনিকগণ প্রচারিত জ্ঞানদীপ্তির বার্তা বহন করে নিয়ে এসেছিলেন। বুর্জোয়া শ্রেণীর এই অংশের ঠিক নীচে অবস্থান ছিল কারিগর ও দোকানদারদের। তাঁরাও বুর্জোয়া শ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন। বুর্জোয়ারা নিজেদের তৃতীয় এস্টেটের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং ১৭৮৯-এর বিপ্লবে তাঁদের ভূমিকাই ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

জর্জ রুদে লিখেছেন—'যেহেতু প্রাক বিপ্লব ফ্রান্সে সম্পদের প্রধান উৎস ছিল কৃষি, কৃষকরাই ছিলেন সম্পদের প্রকৃত উৎপাদক ও মেহনতি মানুষ।' ফ্রান্সের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগই ছিলেন কৃষক পরিবারের মানুষ। সম্ভবত এক-চতুর্থাংশ কৃষকদের নিজস্ব জমি ছিল। তাঁদের অবস্থা ছিল অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ। কৃষকদের অন্যান্য অংশ ছিলেন দরিদ্র ও দুর্দশাগ্রস্ত। সমসাময়িক ইংরেজ পর্যটক আর্থার ইয়ং-এর বর্ণনায় তাদের দারিদ্র ও দুর্দশার কথা বিবৃত আছে। এদের অর্ধেক অংশ ছিলেন দরিদ্র ভাগচাষী, যাদের "মেটায়ার" বলা হত। এদের নিজস্ব কোন পুঁজি ছিল না এবং তাঁরা তাঁদের উৎপাদিত পণ্য জমির মালিকের সঙ্গে ভাগ করে নিতেন। ফরাসি কৃষকদের এক-চতুর্থাংশ ছিলেন ভূমিহীন চাষী। ফ্রান্সে বেশ কিছু স্থানে তখনও ভুমিদাস প্রথার অস্তিত্ব ছিল।

ফরাসি কৃষকেরা ছিলেন করভারে জর্জরিত। তাদের চার্চকে ধর্মকর বা টাইথ দিতে হত। তাছাড়া টাইল, ভিংটিমে, ক্যাপিটেশন, গ্যাবেল(লবণের ওপর কর) ইত্যাদি নানাবিধ কর তাদের রাষ্ট্রকে দিতে হত। তার ওপর ভূস্বামীরও কৃষকদের কাছ থেকে নানা ধরনের পাওনা ছিল। কৃষকেরা তাঁদের ভূস্বামীদের কাছে বেগার খাটতে বাধ্য হতেন। এই ব্যবস্থাকে বলা হত কর্ভি প্রথা। তদুপরি কৃষকরা ভূস্বামীদের সঁস(Cens) বা নগদ টকায় খাজনা, শ্যাম্পার্ট(Champart) বা পণ্যের মাধ্যমে খাজনা, লডস এট ভেন্টেস(Lods at ventes) বা সম্পত্তি হস্তান্তরের জন্য প্রদেয় অর্থ দিতে বাধ্য থাকতেন। যদি কৃষকের নিজস্ব জমি না থাকত তবে তাকে সামন্তপ্রভুর মিল, বেকারি ও মদ তৈরির ভাঁটিখানা ইত্যাদি ব্যবহারের জন্য

টাকা দিতে হত। ঐতিহাসিক লাব্রুসে হিসাব করে দেখিয়েছেন যে, একজন কৃষকের আয়ের ৯৫ শতাংশই কর দিতে চলে যেত। তবে ফ্রান্সের বিভিন্ন স্থানে করের বোঝার তারতম্য ছিল। খারাপ ফলনের বছরগুলিতে কিন্তু কৃষকদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠত এবং মারাত্মক করভার তাঁদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল।

Q.11. "ফ্রান্সের প্রাক-বিপ্লব শাসনব্যবস্থার প্রধান দুর্বলতা ছিল ত্রূটিপূর্ণ অর্থব্যবস্থা" (গুডউইন)। উপরোক্ত মন্তব্যের যথার্থতা বিচার কর।

- প্রাক-বিপ্লব ফ্রান্সকে বলা হত পূর্বতন ব্যবস্থার ফ্রান্স। প্রকৃতপক্ষে ফরাসি বিপ্লবের আগের ইউরোপকেই বলা হত পূর্বতন ব্যবস্থার ইউরোপ। ১৭৮০-র দশকেও ফ্রান্সের রাজতন্ত্র ছিল অসম্ভব কেন্দ্রীভুত। অর্থনীতি, ধর্মীয় নীতি, পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণে রাজতান্ত্রিক কর্তৃত্বই ছিল শেষ কথা। তৎকালীন ফরাসি রাজা ষোড়শ লুই স্বয়ং যাবতীয় শাসনতান্ত্রিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতেন। অষ্টাদশ শতক জুড়ে ফরাসি রাজারা ব্রিটিশ সাংবিধানিক রাজতন্ত্র ও মহাদেশীয় স্বৈরতন্ত্রের মাঝামাঝি একটা পথ গ্রহণ করেছিলেন। ইংল্যান্ডের রাজতন্ত্রের মতো ফরাসি রাজতন্ত্র কিন্তু অভিজাতদের সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষমতা ভাগ করে নেয়নি। আবার প্রাশিয়া বা রাশিয়ার দৃষ্টান্তও অনুসরণ করেনি। ফরাসি রাজারা কৃষকদের পুরোপুরি অভিজাত শ্রেণীর হাতে ছেড়ে দেননি। তাঁরা ফরাসি অভিজাতদের যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা দিয়েছিলেন, আবার একই সঙ্গে বুর্জোয়াদের আভিজাত্য অর্জনের পথে তাঁরা কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেননি।
  ১৭৮০-র দশকে এক তীব্র আর্থিক সংকট ফ্রান্সকে গ্রাস করেছিল। এলবার্ট গুডউইন বলেছেন—ফ্রান্সের প্রাক-বিপ্লব সরকারের প্রধান দুর্বলতা ছিল ভ্রান্ত আর্থিক নীতি। প্রকৃতপক্ষে এই ভ্রান্ত আর্থিক ব্যবস্থাই ফ্রান্সের সংকটটে তীব্র রূপ দিয়েছিল। গোটা অষ্টাদশ শতক জুড়েই ফরাসি ফ্রান্সের আর্থিক ঘাটতির পরিমাণ ছিল ক্রমবর্ধমান। রাজা চতুর্দশ লুই-এর যুদ্ধনীতি রাজকোষকে বিপন্ন করে তোলে। পরবর্তীকালে ব্যয় কমিয়ে এবং রাজস্ব বাড়িয়ে এই ভয়াবহ উত্তরাদিকার থেকে ফ্রান্সকে মুক্ত করা সম্ভব হয়নি। ১৭৮০-র দশকের তীব্র আর্থিক সংকট ছিল রাজদরবারের অমিতব্যয়িতা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর ছাড় দেওয়ার অনিবার্য পরিণতি। তবে এই আর্থিক সংকতকে তীব্রতর করার পেছনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেছিল অষ্টাদশ শতকের একাধিক যুদ্ধ। চতুর্দশ লুই-এর সময় থেকেই ফরাসি রাজতন্ত্র ঋণভারে জর্জরিত হতে শুরু করে। তারপর অষ্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধ, সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ এবং আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ ফরাসি রাজতন্ত্রের ওপর মারাত্মক আর্থিক বোঝা চাপিয়ে দেয়। যুদ্ধের বিপুল ব্যয়ভার রাজকোষের অবস্থা শোচনীয় করে তোলে। পরবর্তীকালে ব্যয় কমিয়ে এবং রাজস্ব বাড়িয়ে এই ভয়াবহ উত্তরাধিকার থেকে ফ্রান্সকে মুক্ত করা সম্ভব হয়নি। ১৭৮০-র দশকে তীব্র আর্থিক সংকট ছিল রাজদরবারের অমিতব্যয়িতা ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর ছাড় দেওয়ার অনিবার্য পরিণতি। তবে এই আর্থিক সংকটকে তীব্রতর করার পেছনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করেছিল অষ্টাদশ শতকের একাধিক যুদ্ধ। যুদ্ধের বিপুল ব্যয়ভার রাজকোষের অবস্থা শোচনীয় করে তোলে।
  আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ ফরাসি অর্থনীতির ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলেছিল। এই যুদ্ধে নিজেকে জড়িয়ে ফেলার ফলে ফ্রান্সের ব্যয় হয়েছিল প্রায় ২০০ বিলিয়ন লিভার। এই বিপুল পরিমাণ অর্থ ফ্রান্স থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায়। অর্থমন্ত্রী নেকার তরুণ ষোড়শ লুইওকে সতর্ক করেছিলেন—এইভাবে চললে দেশ দেউলিয়া হয়ে যাবে। নেকারের আর্থিক নীতিও পরিস্থিতি

সামাল দিতে পারেনি। নেকার ছিলেন একজন দক্ষ ব্যাংকার, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন অর্থনীরিবিদ ছিলেন না। ১৭৭৬ সালের অক্টোবর মাস থেকে ১৭৮১ সালের মে মাস পর্যন্ত তিনি ছিলেন ফরাসি অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক। যে পদ্ধতিতে তিনি আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য ব্যয় করেছিলেন, তা ছিল ত্রূটিপূর্ণ। সমস্তটাই ধার করে তিনি যুদ্ধের জন্য ব্যয় নির্বাহ করেছিলেন। চড়া সুদের হার ফরাসি অর্থনীতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। পূর্বতন ব্যবস্থার অন্তিমলগ্নে বার্ষিক রাষ্ট্রীয় ব্যেয়র তিন-চতুর্থাংশ খরচ হয়ে যেত প্রতিরক্ষা খাতে এবং যুদ্ধের জন্য নেওয়া ঋণের সুদ দিতে।

ফরাসি সরকার করের হার বৃদ্ধি করে আর্থিক সংকট মোচন করতে প্রয়াসী হয়। কিন্তু বর্ধিত করের বোঝার বেশিটাই গিয়ে পড়ল কৃষকদের ওপর। এই বর্ধিত করের মধ্যে “টাইল”-এর মতো প্রত্যক্ষ কর এবং “গ্যাবেল”-এর মতো পরোক্ষ কর। লবণ বাণিজ্যের ওপর ফরাসি সরকারের একচেটিয়া অধিকার লবণের দামের কৃত্রিম বৃদ্ধি ঘটায়। ১৭৭০-এর দশকে অর্থমন্ত্রী ত্ররগো মুক্ত বাজার অর্থনীতি ও ন্যায্য করনীতি চালু করতে প্রয়াসী হন। কিন্তু ফরাসি অভিজাততন্ত্র এবং গিল্ডগুলি তাঁর পরিকল্পনার চূড়ান্ত বিরোধিতা করে। তারপর নেকার আরও বেশি ঋণ গ্রহণের নীতি কার্যকর করেন। ১৭৮০-এর দশকে ফ্রান্সের আর্থিক সংকট কিছুটা হলেও শুরু হয়েছিল শিল্পের অত্যধিক সম্প্রসারণ থেকে। ১৭৮৬ সালে সম্পাদিত ব্রিটেনের সঙ্গে আবাধ বাণিজ্য চুক্তি এই সংকট তীব্রতর করেছিল। এই চুক্তির ফলে ফরাসি শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। অর্থনৈতিক মন্দার ফলে কর বাবদ রাজস্ব আদায় কমে গিয়েছিল। বিপ্লবের ঠিক প্রাক্কালে ফরাসি রাজস্বের অর্ধেকের বেশি ঋণ শোধ করতে খরচ হয়ে যেত।

আর্থিক অসুবিধার সমাধান হিসাবে ফরাসি রাজারা অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত সরল ও পুরোনো দুটো পদ্ধতি গ্রহণ করতেন—১০ রাষ্ট্রকে দেউলিয়া ঘোষণা করা এবং ২০ সমস্ত ঋণ বাতিল করা। কিন্তু প্রাক-বিপ্লব যুগের পরিবর্তিত সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের সঙ্গে এ ধরনের সমাধান সংগতিপূর্ণ ছিল না। নেকার রাষ্ট্রীয় কোষাগারের একটি অবাস্তব ও ভিত্তিহীন হিসাব দিয়েছিলেন এবং দাবি করেছিলেন যে রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের থেকে রাজস্ব বাবদ আয় অনেকটাই বেশি। ফরাসি ব্যঙ্কাররা কিন্তু নেকারের বক্তব্যের ওপর আস্থা রাখেননি। অনেকেই রাষ্ট্রকে নতুন করে ঋণ দিতে অস্বীকার করেন এবং আর্থিক সংস্কারের জন্য রাজতন্ত্রের ওপর চাপ সৃষ্টি করেন। ১৭৮১ সালে ফরাসি রাজা ষোড়শ লুই নেকারকে পদচ্যুত করেন। পদত্যাগের ঠিক আগে অর্থমন্ত্রী নেকার একতি প্রতিবেদন পেশ করেন, যাতে সরকারের আর্থিক দূরবস্থার প্রকৃত স্বরুপ উদঘাটিত হয়। পরবর্তী সাত বছরে নেকারের দুই উত্তরসূরি, কলোন এবং ব্রিনী, নেকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সমস্যাগুলি দূর করার প্রবল প্রয়সা চালান। রাষ্ট্রের আয়ব্যয়ের হিসাব নিপুণতর করে তাঁরা আর্থিক সংকটের প্রশমন চেয়েছিলেন। তৎকালীন ফ্রান্সের করব্যবস্থার আমূল সংস্কার সাধনের জন্য তাঁরা জনমত গঠনেও উদ্যোগী হন। কিন্তু কলোন ও ব্রিনীর প্রস্তাবগুলি কঠোর বিরোধিতার সম্মুখীন হন। এক্ষেত্রে অভিজাতদের বিরোধিতা ছিল প্রবল ও তীব্র। ফলে পরিস্থিতির ক্রমাবনতি ঘটতে থাকে। ফ্রান্সের তীব্র আর্থিক সংকট রাজনৈতিক সংকটের জন্ম দেয়। কলোন ও ব্রিনীর প্রচেষ্টার পরিপ্রেক্ষিতে ফ্রান্সে এক নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কোনো কোনো ঐতিহাসিক এই পরিস্থিতিকে “ফরাসি প্রাক-বিপ্লব” বলে আখ্যায়িত করেছেন।

Q.12. সংবিধান সভার সাফল্য আলোচনা কর। এই সভা কি পুরনো ব্যবস্থার ত্রূটি-বিচ্যুতিগুলি দূর করতে সক্ষম হয়েছিল।

➢ ১৭৮৯ খ্রিঃ জানুয়ারী মাসে নির্বাচনের পর ৫ই মে ভার্সাইতে ১৭৫ বছর পর আবার জাতীয় সভার অধিবেশন বসে। সংখ্যাগরিষ্ঠ তৃতীয় এস্টেটের প্রতিনিধিরা সমস্ত সদস্যদের একত্রে বসার ও মাথাপিছু একটি ভোটের দাবি জানালে তা নাকচ হয়ে যায়। এমনকি তাদের জন্য নির্দিষ্ট সভাকক্ষে প্রবেশে বাধা দেওয়া হয়। ২০ শে জুন ক্ষুব্ধ তৃতীয় এস্টেটের সদস্যরা টেনিস কোর্ট শপথের মাধ্যমে ফ্রান্সের জন্য একটি সংবিধান রচনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। আবশেষে ২৭ শে জুন রাজা তাদের দাবি মেনে নেন এবং নতুন সংবিধান রচনার জন্য ৯ই জুলাই থেকে "জাতীয় সভা" সংবিধান সভায় রুপান্তরিত হয়।

৪ঠা আগস্ট রাত্রিবেলা তীব্র গ্রামীণ হিংসা বন্ধ করার তাগিদে এবং কৃষকদের খুশি করার উদ্দেশ্যে জাতীয় সংবিধান সভা কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারের কথা ঘোষণা করে। সংবিধান সভা জমিদারি অধিকার সমেত সামন্ততান্ত্রিক আধিপত্যের অবসান ঘটায়। এরজন্য কিন্তু কোনো রকম ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি। পরের সপ্তাহে আরও কতকগুলি চমকপ্রদ পদক্ষেপের কথা ঘোষিত হয়নি। যেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল—স্বাধীন ধর্মাচারণের অধিকারকে স্বীকৃতিদান এবং সরকারি অফিস বিক্রি, জমিদারি বিচার এবং অভিজাতদের শিকার করার নিরঙ্কুশ অধিকার ইত্যাদির বিলোপ সাধন। তবে উপরোক্ত পদক্ষেপগুলি কিন্তু সংবিধান সভার সদস্যদের স্বতঃস্ফূর্ত উদারতার পরিণতি ছিল না। গুডউইনের ভাষায়—"ভীতি, পরিকল্পনা ও সন্দেহ তাঁদের একাজ করতে অনুপ্রাণিত করেছিল।

তারপর সংবিধান সভা দেশের সংবিধান রচনার দায়িত্বভার গ্রহণ করে। কাজটি ছিল অত্যন্ত কঠিন ও জটিল, কারণ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সঙ্গে রাজতান্ত্রিক সার্বভৌমত্বের নীতির সমন্বয় সাধন মোটেই সহজ ছিল না। তবে রাজনৈতক কাঠামোর গভীরে প্রবেশ করার আগে সংবিধান সভা মানবাধিকার ও নাগরিক অধিকারের ঘোষণাপত্র(''Declaration of the Rights of Man and of the Citizen") জারি করে। এই ঐতিহাসিক দলিলে বলা হয়েছিল—১) মানুষ জন্মগত স্বাধীন এবং চিরদিন স্বাধীন থাকবে, ২) সকল মানুষের সমান অধিকার এবং ৩) সংবিধান সভা বিশ্বের সমস্ত নির্যাতিত মানুষের প্রতি সৌভ্রাতৃত্বের বার্তা জ্ঞাপন করছে। এভাবেই জন্ম নিল ফরাসি বিপ্লবের তিনটে মূলতন্ত্র—স্বাধীনতা, সাম্য এবং সৌভ্রাতৃত্ব। ঐতিহাসিক অলার্ড বলেছেন—এই ঘোষণাপত্র ছিল নতুন সংবিধানের প্রস্তাবনা এবং একই সঙ্গে পূর্বতন ব্যবস্থার "মৃত্যুর শংসাপত্র"। জর্জ রুদে মনে করেন, এই ঘোষণাপত্র ছিল বিপ্লবী বুর্জোয়া শ্রেণির ইস্তাহার, যা পূর্বতন ব্যবস্থার মৃত্যু ঘন্টা বাজিয়েছিল।

সংবিধান সভা বেশ কিছু সংস্কার সাধনে অগ্রসর হল। শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা অর্পিত হল একজন বংশানুক্রমিক রাজার ওপর। একই সঙ্গে তাঁর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রতিহত করার জন্য কিছু সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গৃহীত হল। ষোড়শ লুই "ফরাসি জাতির রাজা" হিসাবে ঘোষিত হলেন। কিন্তু তিনি ফ্রান্সের বংশানুক্রমিক ও সার্বভৌম শাসক হলেন ফরাসি সাংবিধানিক আইন অনুযায়ী, ঐশ্বরিক ক্ষমতাবলে বলীয়ান হয়ে নয়। কূটনৈতিক যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার রাজার ওপর ন্যস্ত হয়। তাছাড়া সামরিক নেতা, বিভিন্ন রাষ্ট্রে প্রেরিত রাষ্ট্রদূত এবং তাঁর নিজস্ব পছন্দ অনুযায়ী ৬ জন মন্ত্রীকে নিযুক্ত করার ক্ষমতা তিনি পেলেন। তদুপরি রাজাকে ''সাসপেনসিভ ভেটো" প্রয়োগের ক্ষমতা দেওয়া হল, যার মাধ্যমে রাজা আইনসভায় প্রণিত কোনো আইন দুটি আইনসভায় মুলতুবি রাখতে পারবেন।

৭৪৫ জন সদস্য নিয়ে গঠিত এককক্ষবিশিষ্ট এই নতুন আইনসভা তার কার্যভার গ্রহণ করে। সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটাধিকারের মাধ্যমে এই প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হয়েছিলেন। ফলে

ফরাসি নাগরিকরা দুভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েন। যে সমস্ত সম্পত্তিশালী ভোটদানের অধিকার পেলেন তাঁদের বলা হত সক্রিয় নাগরিক। যে সম্পত্তিহীনরা ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হলেন, তাঁরা নিষ্ক্রিয় নাগরিক নামে পরিচিত। ফ্রান্সের জনসংখ্যার মাত্র ১৫% ভোটাধিকার অর্থাৎ সক্রিয় নাগরিকত্ব অর্জন করলেন। কিন্তু প্রতিনিধিদের চূড়ান্ত নির্বাচন হল দ্বিস্তরীয় নির্বাচন ব্যবস্থার মাধ্যমে, যেখানে ভোটাদাতাদের সংখ্যা মাত্র ৫০০০০ এ সীমাবদ্ধ হল। এলবার্ট গুডউইন লিখেছেন—"ফলে ফ্রান্সের রাজনৈতিক ভবিষৎ মধ্যশ্রেণীর সম্ভ্রান্তদ্র হাতে ন্যস্ত হল"। সংবিধান সভার সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ফ্রান্স নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের পরিবর্তে সাংবিধানিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল।

সংবিধান সভার অন্যতম স্থায়ী অবদান ছিল স্থানীয় শাসনের সংস্কার। বিকেন্দ্রীকৃত শাসনব্যবস্থার গড়ে তোলার প্রতি স্পষ্ট ঝোঁক পরিলক্ষিত হয়েছিল। গোটা ফ্রান্সকে মোটামুটি সমআয়তন সম্পন্ন ৮৩ টি ডিপার্টমেন্ট বা প্রদেশে বিভক্ত করা হয়। ডিপার্টমেন্টগুলিকে আবার কতকগুলি জেলায়, ক্যান্টনে ও কমিউনে ভাগ করা হল। ডিপার্টমেন্টগুলিকে ◌াবার কতকগুলি জেলায়, ক্যান্টনে ও কমিউনে ভাগ করা হল। ক্যান্টনগুলি ছিল নির্বাচিত সংস্থা, যেগুলির বিশেষ শাসনতান্ত্রিক কর্তৃত্ব ছিল না। ◌েকদম তলা থেকে সংস্কারের কাজ শুরু করে কমিউনগুলিকে সুসংগঠিত করা হল ১৭৮৯-এর ১৪ই ডিসেম্বর প্রণীত একটি আইনের মাধ্যমে। ২২ ডিসেম্বর প্রণিত একটি আইনের মাধ্যমে প্রত্যিটি ডিপার্টমেন্তে ৩৬ জন সদস্য বিশিষ্ট একটি সাধারণ পরিষদ ও একটি ডাইরেক্টরি রাখা হল। পৌরসাভাগুলির হাতে প্রভূত ক্ষমতা দেওয়া হল এবং সেগুলির কাজে অধিকতর গণতান্ত্রিক চেতনা প্রতিফলিত হল।

সংবিধান সভার বিচারবিভাগীয় সংস্কারও ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। শাস্তি হিসাবে দৈহিক অত্যাচার তুলে দেওয়া হয়। মৃত্যদন্ডের মাধ্যমে হিসাবে ফাঁসি রদ করা হয়। ব্যক্তি স্বাধীনতা স্রক্ষিত করার বিষয়ে সংবিধান সভা " মানবাধিকার ও নাগরিক অধিকারের ঘোষণাপত্রঃ-কে মান্যতা দিল। একমাত্র অপরাধিকে হাতে নাতে ধরা ছাড়া কাউকে আদালতের নির্দেশ ছাড়া গ্রেপ্তার করা নিষিদ্ধ হয়। বিচারকরা অপরাধ চিহ্নিত করার অধিকার হারালেন। জুরি প্রথার প্রচলন করা হল। সুবিচার পাওয়ার সমান অধিকার সকলের জন্য স্বীকৃত হল। পৌরসভা, ডিপার্টমেন্ট এবং জাতীয় স্তরে অনেকগুলি বিচারালয় গঠইত হল এবং সেগুলির মধ্যে পারস্পরিক যোগসূত্র গড়ে তোলা হল।

সংবিধান সভার কাছে সবচেয়ে বড়ো সমস্যা ছিল অর্থ। প্রকৃতপক্ষে আর্থিক সংকট সমাধানে রাজা ষোড়শ লুই-এর ব্যর্থতা ফরাসি বিপ্লবকে অনিবার্য করে তুলেছিল। সংবিধান সভার সামনে সবচেয়ে সহজ সমাধান ছিল জাতীয় ঋণ্ণ বাতিল করা। কিন্তু সদস্যরা সে পথ গ্রহণ করেননি। তার অন্যতম বড়ো কারণ ছিল—সংবিধান সভার সদস্যরা সকলেই ছিলেন সম্পত্তিশালী; তাঁদের অনেকের কাছেই সরকার ঋণী ছিল। তাই বিকল্প কোনো ব্যবস্থা গ্রহণে তাঁরা উদ্যোগী হলেন। তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য ভূমিকর বসানো হলল। তাছাড়া ব্যক্তিগত আয়, অস্থাবর সম্পত্তি, বাণিজ্য ও শিল্পপণ্যের ওপর কর ধার্য করা হল। মিরাবো "দেশপ্রেমিক কর"-এর প্রস্তাব দিয়েছিলেন। সেই করেরও প্রচলন করা হল। কিন্তু ক্রমবর্ধমান ঋণ, ক্ষতিপূরণ দান ও মাত্রতিরিক্ত প্রশাসনিক ব্যয়ের নিরিখে এই পদক্ষেপগুলি আদৌ যথেষ্ঠ ছিল না।

চার্চের সংস্কার ছিল দেশের আর্থিক সংকতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ১৭৮৯-এর আগস্ট প্রণিত একটি আইনের মাধ্যমে চার্চকে প্রদেয় অপ্রিয় "টাইথ" বা ধর্মকর বাতিল করা হল। তারপর রাষ্ট্রের তীব্র আর্থিক সংকট মেটানোর জন্য সংবিধান সভা চার্চ সম্পত্তির দিকে নজর দিল। চার্চ সম্পত্তি কেনাবেচার জন্য "এসিগনেট" নামে কাগজি মুদ্রার প্রচলন করা হল। রাষ্ট্র চার্চের জমি বাজেয়াপ্ত করে সেগুলি নিলামে বিক্রি করল। এই বিক্রির প্রক্রিয়া

থেকে সবচেয়ে বেশি লাভবান হলেন বুর্জোয়া ও সম্পন্ন কৃষকেরা। কিছুদিনের মধ্যে ''এসিগনেট" ব্যাঙ্কনোটের মর্যাদা পায় এবং ১৭৯০-এর পর দ্রুত অবমূল্যায়ন ঘটতে থাকে। সরকার তার দায় মেটানোর জন্য অধিক পরিমাণে এসিগনেট নোট ছাপতে থাকে। এর ফলে তীব্র মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। চার্চের মর্যাদার ক্ষেত্রেও ব্যাপক পরিবর্তন এনেছিল সংবিধান সভা। ১৭৯০-এর ১২ জুলাই সংবিধান সভা "সিভিল কনস্টিটিউশন অফ দ্য ক্লার্জি" নামে একটি আইন পাশ করে। এই আইনের মাধ্যমে চার্চকে রাষ্ট্রের একটি দপ্ত্রে পরিণত করা হয় এবং যাজকদের বেতন দান, পূজা আর্চা সংক্রান্ত ব্যয় নির্বাহ ও দরিদ্রদের ত্রান বন্টনের দায়িত্ব চার্চের ওপর ন্যস্ত হয়। সংবিধান সভা ফ্রান্সে দাসপ্রথার উচ্ছেদ সাধন করেছিল।

১৭৯১ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর সংবিধান সভার কার্যাবলীর পরিসমাপ্তি ঘতে। একটি নতুন আইনসভা তৈরির ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। একথা সত্যি যে, সংস্কারের প্রতিটি ক্ষেত্রে সংবিধান সভা সাফল্য লাভ করেনি। সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে একটি যথার্থ প্রজাতন্ত্র গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। সাসপেনসিভ ভেটো সমেত বহু গুরুত্বপুর্ণ ক্ষমতাই রাজার হাতে থেকে গিয়েছিল। তথাপি ফ্রাসি বিপ্লবের ইতিহাসে সংবিধান সভার অবদান অস্বীকার করা যাবে না। এই সভা সামন্ততান্ত্রিক সুযোগসুবিধার উচ্ছেদ সাধন করেছিল এবং ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে বেশ কিছু সাহসী ও কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছিল। স্বাধীনতা ও সাম্যের নীতির ওপর গড়ে ওঠা এর বিচার বিভাগীয় সংস্কারগুলি আমাদের সময়ের নাগরিক আন্দোলনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিল। সংবিধান সভা মানুষের মর্যাদার কথা ঘোষনা করে ফ্রান্সকে স্বাধীনতার কেন্দ্র ভূমিতে পরিণত করতে চেয়েছিল এবং এই আদর্শ ক্রমে ফ্রান্সের সীমান্ত অতিক্রম করে, অন্যান্য অঞ্চলগুলিকেও প্রভাবিত করেছিল।

Q.13. ফরাসী বিপ্লবে সাঁ-কুলোৎদের ভূমিকার মূল্যায়ন কর।

- বহু বিদগ্ধ ঐতিহাসিকই ফরাসী বিপ্লবে শহুরে জনতার বিশেষত প্যারিসের জনতার ভূমিকা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। এলবার্ট সবুল তাঁর "The Sansculottes" গ্রন্থে লিখেছেন—বিপ্লব অনেকাংশে ছিল তাঁদেরই সৃষ্টি। বিপ্লবকে সফল করার তাগিদে শহুরে জনতা তাঁদের পুর্ণ শক্তি নিয়োগ করেছিলেন। তাঁরা বিপ্লবের জন্য বেঁচেছিলেন এবং বিপ্লবের ফলে ক্ষতিগ্রস্তও হয়েছিলেন।

  প্যারিসের বিপ্লবীরা ক্রমে সাঁ কুলোৎ নামে পরিচিত হয়েছিলেন। কুলোৎ ছিল হাঁটু পর্যন্ত এক ধরনের শৌখিন প্যান্ট, যা কেবলমাত্র অভিজাতরাই ব্যবহার করতেন। এই ধরনের প্যান্ট পরতে পারতেন না বলেই দরিদ্র শহুরে জনতা শ্লেষাত্মক ভঙ্গিতে নিজেদের সাঁ কুলোৎ বলে পরিচয় দিতে। সাঁ কুলোৎরা ছিলেন ছোটো দোকানদার, কারিগর এবং মজুর। তাঁরা ব্যক্তিগত সম্পত্তির নিরঙ্কুশ বিরোধী ছিলেন না। কিন্তু যারা অন্যায্য পন্থায় সম্পত্তি অর্জন করেছিলেন, তাঁদের তীব্র বিরোধী ছিলেন। বিশাল সম্পত্তির অধিকারীদের এবং সম্পত্তির ভাড়া বাবদ আয় থেকে জীবিকানির্বাহকারীদেরও তাঁরা তিক্ত বিরোধিতা করতেন। সাঁ কুলোৎরা দাবী করতেন যে তাঁরা জনতার বিপ্লবের পক্ষে। সাঁ কুলোৎ শ্রেণীর ভাষাই ছিল তাঁদের পরিচয়ের ইঙ্গিতবাহী। তাঁরা সকলকে নাগরিক বলতেন এবং সকলকে সমতাবাদী ভঙ্গিতে সম্বোধন করতেন। সাঁ কুলোৎ শ্রেণীর রাজনৈতিক মতাদর্শে লোকায়ত সার্বভৌমত্বের ধারণার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়।

এলবার্ট ম্যাথিয়েজ মনে করেন অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও নিয়ন্ত্রণ ছিল সম্পদশালী শ্রেণী ও সাঁ কুলোৎ দের মধ্যে সংঘাতের মূল বিষয়। সাঁ কুলোৎরা অত্যাবশ্যক পণ্যের সর্বোচ্চ দাম বেঁধে দিয়ে অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ, এমনকি অর্থনৈতিক সন্ত্রাসেরও পক্ষে ছিলেন। অন্যদিকে বুর্জোয়া শ্রেণী স্বাধীনতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যে কোনোরকম অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের তীব্র বিরোধী। তাঁরা ছিলেন অবাধ ও মুক্ত অর্থনীতির উগ্র সমর্থক। শহুরে অভ্যুত্থানের পথিকৃৎ ছিলেন প্যারিসের সাঁ কুলোৎরা।

এ কথা স্পষ্ট যে, সাঁ কুলোৎরা সর্বদাই অভিজাততন্ত্র ও নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনে শামিল হয়েছিলেন। পুর্বতন ব্যবস্থার পতন ঘটানোর জন্য বিপ্লবী বুরজয়াদের তাঁরা লোকবল দিয়ে সাহায্য ক্রেছিলেন এবং বিপ্লবের সাফল্যের জন্য এই সাহায্য ছিল অপরিহার্য। বহু ক্ষেত্রে তাঁরা আবার বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরোধীতা করতেও কুন্ঠিত হননি। অভিজাততন্ত্রের পতনের সঙ্গে সঙ্গে সাঁ কুলোৎরা কিন্তু বিপ্লবের অগ্রগতিকে আকস্মিকভাবে রুদ্ধ করতে চাননি। তাঁরা বিপ্লবকে আরও অগ্রসর করে দরিদ্র মানুষের স্বার্থরক্ষাকারী একতা বন্দোবস্ত তৈরি করতে চেয়েছিলেন।

১৭৮৯-এর ১৪ই জুলাই হাজার হাজার প্যারিসবাসী বাস্তিল দুর্গ আক্রমণ করলেন। জনতার একতা বড়ো অংশ ছিলেন ছোটো ব্যবসায়ী, কারিগর ও দিনমজুর অর্থাৎ সাঁ কুলোৎ। এমনকি সংবিধান সভার সময়কালেও (১৭৮৯-৯১) প্যারিসের সাঁ কুলোৎরা তাঁদের অসন্তোষের কথা বার বার জানান দিয়েছিলেন। বহু ঐতিহাসিকই স্বীকার করেছেন যে, সাঁ কুলোৎ শ্রেণীর হস্তক্ষেপ ১৭৮৯-এর বিপ্লবের সাফল্যকে নিশ্চিত করেছিল। কিন্তু এই সাফল্য তাঁদের রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক কোনো দিক দিয়েই খুব একটা উপকৃত করেনি। ভোটাধিকারের রাজনৈতিক অধিকার থেকে তাঁরা বঞ্চিত হলেন, কারণ সংবিধান সভার সদস্যরা নির্বাচিত হলেন সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটের মাধ্যমে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও অধিক মজুরি ও সস্তায় খাদ্য তাঁরা পেলেন না। ক্রমশ সাঁ কুলোৎ শ্রেণী নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ একটি রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত করলেন এবং বিপ্লবের গতি বামদিকে নিয়ে যেতে আগ্রহী হলেন।

১৭৯১-এর জুনে রাজা ষোড়শ লুই-এর ভারেনে পালানোর ঘটনাকে কেন্দ্রকে করে ফ্রান্স বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে। সাঁ কুলোৎরা প্রজাতান্ত্রিক কর্দেলিয়ারদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে রাজতন্ত্রের অবসান ও একটি প্রফজাতন্ত্র গঠনের দাবিতে সোচ্চার হন। ১৭৯১-এর ১৭ জুলাই ঘটেছিল শাঁ দ্য মারের দুর্ভাগ্যজনক হতাকান্ড। বহু প্রতিবাদি মানুষ জাতীয় রক্ষী বাহিনীর গুলিতে প্রাণ হারিয়েছিলেন। নিহত জনতার একতি বড়ো অংশ ছিলেন সাঁ কুলোৎ। ইতিমধ্যে জ্যাকোবিন নেতা রোবসপিয়ার সংবিধান সভায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে শুরু করেছিলেন। কেবল সংবিধান সভার অভ্যন্তরেই নয়, বাইরে গণ-আন্দোলন সংগঠিত করার ক্ষেত্রেও রোবসপিয়ার সমেত জ্যাকোবিন নেতাদের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। তাঁরা হয়ে ওঠেন বামপন্থীদের প্রশ্নাতীত নেতা। জ্যাকোবিন, কর্দেলিয়ার ক্লাবের গণতন্ত্রী ও সাঁ কুলোৎ ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংবিধান সভার নেতৃত্বকে আক্রমণ করলেন এবং দরিদ্র মানুষকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করার এবং শাঁ দ্য মারের নির্দয় ও রক্তাক্ত হত্যাকান্ডের জন্য তাঁদের সরাসরি দায়ী করলেন।

১৭৯২-র ফেব্রুয়ারী মাস নাগাদ ফ্রান্সের আর্থিক অবস্থার চরম অবনতি ঘটল। এসিগনেটের দুত অবমূল্যায়ন হতে থাকে। খাদ্যদ্রব্য ও মোমবাতি ও সাবানের মতো অত্যাবশ্যক পণ্যের মূল্য মাত্রাতিরিক্ত হারে বৃদ্ধি পায়। ২৫ ও ২৬ ফ্রেবূয়ারী প্যারিসের বিভিন্ন স্থানে সাঁ কুলোৎদের দ্বারা মুদির দোকান অগুলি আক্রান্ত হয়। তাঁদের প্রতিবাদ আইনসভাকে Law of the Maximum প্রণয়ন করে মূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে বাধ্য করে। রুটি ও ময়দার জোগান পর্যাপ্ত রাখার জন্য বিবিধ পদক্ষেপ গৃহীত হয়। ১৭৯২-এর মার্চে “এনরেজ” নামে একটি উগ্রপন্থী

বিপ্লবী গোষ্ঠী একটি জঙ্গি অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করে। "এনরেজ" গোষ্ঠীর সঙ্গে সাঁ কুলোৎ শ্রেণীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

সালের এপ্রিল মাসে প্যারিসের দারিদ্র কবলিত জেলাগুলির সাধারণ মানুষরা রাজধানীর মধ্যে বিরাট মিছিল বের করেন। তাঁদের দাবি ছিল সাধারণ মানুষকে অস্ত্র বহন করার অধিকার দিতে হবে। ঐ বছরেরই ২০ জুন বিক্ষুব্বধ জনতা রাজপ্রসাদ আক্রমণ করেন। ১৭৯২-র ১০ আগস্টের অভ্যুথান, যা "দ্বিতীয় ফরাসি বিপ্লব" হিসাবে আখ্যায়িত, সংগঠিত করেন সাঁ কুলোৎ শ্রেণি। প্যারিসের সাঁ কুলোৎরা তুলিয়ের রাজপ্রসাদ আক্রমণ করে বহু সংখ্যক রক্ষীকে হত্যা করেন। ১৭৯২ সালের সেপ্টেম্বর মাসের আক্রমণ করে বহু সংখ্যক রক্ষীকে হত্যা করেন। ১৭৯২ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে নিম্নস্তরের সাঁ কুলোৎরা, বিশেষ করে একদল দিনমজুর ও ছোটো কারিগর, এক বিরাট বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করে রুটির পর্যাপ্ত যোগান দাবি করেন। গণবিক্ষোভের চাপে জাতীয় কনভেনশন "Maximum General" আইন পাশ করতে বাধ্য হয়। এই আইনের মাধ্যমে অত্যাবশ্যক পণ্যের মূল্য কেবল বেঁধে দেওয়াই হল না, মেহমতি মানুষের মজুরি প্রায় অর্ধেক হারে বৃদ্ধি করা হল।

১৭৯৩-এর ২ রা জুন জাতীয় কনভেনশন থেকে জিরন্ডিনদের বহিষ্কৃত করা হয়। সাঁ কুলোৎ শ্রেণীর প্রতিনিধিরা ক্ষমতা দখল করে এবং জ্যাকোবিন প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সন্ত্রাসের শাসনের যুগে এই বিপ্লবী সরকারের মাধ্যমে সাঁ কুলোৎ ও জ্যাকোবিনদের মধ্যে একটি যুক্তফ্রন্ট গড়ে ওঠে। সরকারের নীতি ছিল স্পষ্টতই বাম ঘেঁষা। জ্যাকোবিন নেতৃত্বাধীন বিপ্লবী সরকারকে সমর্থন জানিয়ে সাঁ কুলোৎ শ্রেণী যথেষ্ঠ লাভবান হল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁরা ভোটাধিকার পেলেন এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে খাদ্য সরবরাহের বিষয়ে নিশ্চিত হলেন। তাছাড়া সাঁ কুলোৎ শ্রেণি সে সময় হয়ে ওঠেন শাসক দল ও লোকায়ত মিত্রদের মধ্যে এক কার্যকর যোগসূত্র। তবে এই সখ্যতা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। চরমপন্থী নেতা হের্বেট-এর মৃতুদন্ড সাঁ কুলোৎ ও প্যারিসের কমিউনের মধ্যে যাবতীয় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে। ১৭৯৪-এর গ্রীষ্মক্লাএর মধ্যেই সাঁ কুলোৎ শ্রেণী ও জ্যাকোবিন প্রজাতন্ত্রের মধ্যে মিত্রতার অবসান ঘটে, এবং উভয়ই বিপন্ন বোধ করে। ১৭৯৪-এর জুলাই মাসে রোবসপিয়ারের পতনের পরই সাঁ কুলোৎ রাজনৈতিক সক্রিয়তা শেষ হয়ে যায়। তাঁদের ক্ষমতা ও ভোটাধিকার আবার কেড়ে নেওয়া হয়।

থার্মিডরীয় সংবিধানের ফলে ক্ষোভ প্রসারিত হয় এবং তারই পরিণতি ছিল ১৭৯৫-এর অক্টোবরের দঙ্গা। মারাত্মক দ্রব্যমূল্য এবং স্বল্প মজুরির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র সাঁ কুলোৎরা এই আন্দোলন সংগঠিত করেন। পুরনো জ্যাকোবিনরা পরিস্থির সূযোগ নিতে এগিয়ে আসেন। কিন্তু বিদ্রোহ কঠোর হাতে দমন করা হয়। বিদ্রোহের দুজন নেতাকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয় এবং বাকিদের নির্বাসিত করা হয়। জর্জ রুদে লিখেছিলেন—গোটা ঘটনার অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল সাঁ কুলোৎদের আচরণ। থার্মিদরীয় কনভেনশনের দ্বারা অনাহারক্লিষ্ট ও নিপীড়িত হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা রাজতন্ত্রী বিদ্রোহীদের কোনো রকম সমর্থন দিতে অস্বীকার করেছিলেন। ডাইরেক্টরির বিরুদ্ধে বেবিউফের বিদ্রোহ ছিল বিপ্লবের দশক সাঁ কুলোৎ শ্রেণির সর্বশেষ প্রতিরোধ। বেবিউফ নেতৃত্বাধীন সোসাইটি অফ দি প্যান্থিয়ন বিপল সংখ্যক সাঁ কুলোৎ ও প্রাক্তন জ্যাকোবিনদের আকৃষ্ট করেছিল। বেবিউফের উদ্যোগে সংগঠিত "সমতাবাদীদের ষড়যন্ত্র" নিষ্ঠুর হাতে দমন করা হয়।

শেষ বিচারে বলা যায়, ফরাসি বিপ্লবের সময় সাঁ কুলোৎ কার্যাবলীর মধ্যে সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠা করার এক উদগ্র বাসনা প্রতিফলিত হয়েছিল। এলবার্ট সবুল যথার্থই বলেছেন—সাম্যের ধারনা তাঁদের মধ্যে বিপ্লবী উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল এবং সেই উদ্দীপনা প্রথমে অভিজাততন্ত্রের বিরুদ্ধে ও পরে বুর্জোয়া শ্রেণির বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল।

Q.14. তুমি কি মনে কর "সন্ত্রাসের শাসন" ন্যায়সঙ্গত ছিল??

- জ্যাকোবিন একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ফ্রান্সে এক বিপ্লবী সরকারের জন্ম দিয়েছিল। জ্যাকোবিন একনায়কতন্ত্র ১৭৯৩-এর জুলাই থেকে ১৭৯৪-এর জুলাই পর্যন্ত এক বছর স্থায়ী ছিল। জ্যাকোবিন একনায়কতন্ত্রের এই স্বল্প স্থায়িত্বকালে "সন্ত্রাস"-এর বাড়বাড়ন্ত দেখা গিয়েছিল এবং বিপুল সংখ্যক মানুষ গিলোটিনে নিহত হয়েছিলেন। তাই জ্যাকোবিন একনায়কতন্ত্রের সময়কালকে ঐতিহাসিকরা 'সন্ত্রাসের শাসন' নামে অভিহিত করেছিল।

  বিপ্লবের শত্রুদের দমন করার জন্য জ্যাকোবিন নিঃসন্দেহে মারাত্মক সন্ত্রাস চালিয়েছেন। বহিঃশত্রূর আক্রমণ এবং প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থান মোকাবিলা করার জন্য জাতীয় কনভেনশন তার বিরোধীদের সন্ত্রস্ত করতে চেয়েছিল। জ্যাকোবিন শাসকেরা আতঙ্কিত ছিলেন যে, বাইরের ও ভেতরের শত্রূরা যে কোনো সময় বিপ্লবী নীতিগুলি পরাস্ত করে ফ্রান্সে পুনরায় রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করতে পারে। এই আশঙ্কা থেকেই জ্যাকোবিনরা সন্ত্রাসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সন্ত্রাসের সমর্থকরা তীব্র ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, বিপ্লবের শত্রূদের সন্ত্রস্ত করেই তাঁরা বিপ্লবকে তাঁরা বিপ্লবকে রক্ষা করতে সমর্থ হবেন।

  বিপুল সংখ্যক মানুষ সন্ত্রাসের শাসনের বলি হয়েছিলেন। ঐতিহাসিকদের দেওয়া তথ্য থেকে অনুমান করা হয় যে ১১০০০ থেক ১৮০০০ মানুষ গণনিরাপত্তা কমিটির নির্দেশে নিহত হন। প্রায় ৩ লক্ষ রাজতন্ত্রী, জিরন্ডিন ও বিপ্লবের অন্যান্য শত্রূরা কারারুদ্ধ হন। সন্ত্রাসের শাসকালে যতজনকে হত্যা করা হয়েছিল তার ১৫ শতাংশ ছিল অভিজাত ও যাজক। এমনকি বহ্য কারিগর ও কৃষককে বিপ্লবী বিচারাল দোষী সাব্যস্ত করে গিলোটিনে মৃত্যদন্ড দিয়েছিল। গণনিরাপত্তা কমিটি দাঁতো ও তাঁর অনুগামীদের মতো বিপ্লবীদের প্রতিও নরম মনোভাব দেখায়নি। দাঁতো সমেত তাঁর বেশ কিছু অনুগামী বিপ্লবের একটা পর্যায়ে গিয়ে মনে করেছিলেন সন্ত্রাসের আর কোনো প্রয়োজন নেই। এই ধরনের চিন্তা ভাবনার জন্য তাঁদের 'প্রশ্রয়দাতা' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। তাঁদের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব এনে তাঁদের গিলোটিনে হত্যা করা হয়। সন্ত্রাসের শাসনের যুগে কেবলমাত্র প্রতিবিপ্লবী ও পূর্বতন ব্যবস্থার সমর্থকদেরই গিলোটিনে হত্যা করা হয়নি; বিপুল সংখ্যক নিরপরাধ নাগরিকরাও সন্ত্রাসের শিকার হয়েছিল। একথা অনস্বীকার্য যে, জ্যাকোবিন স্বৈরতন্ত্রের দিনগুলিতে সন্ত্রাসের ভালো রকম বাড়াবাড়ি লক্ষ করা গিয়েছিল।

  সন্ত্রাসের শাসনের গুরুত্বের গভীরে প্রবেশ করার আগে সন্ত্রাস সংগঠিত করার মূল নায়ক রোবসপিয়ারকে নিয়ে কথা বলে নেওয়া জরুরি। জর্জ রুদে সঠিক ভাবেই মন্তব্য করেছেন—রোবসপিয়ারকে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিকরা যথেষ্ট রুক্ষ ও কর্কশ। তাঁকে দেখানো হয়েছে একজন রক্তপিপাসু স্বৈরাচারী হিসাবে। লর্ড একটন রোবসপিয়ারকে বলেছেন—"ইতিহাসের সামনের সারিতে থাকা সবচেয়ে ঘৃণ্য চরিত্র"। বিশ শতকের গোড়ায় বসে ফরাসি বিপ্লবের ইতিহাস লিখতে গিয়ে ঐতিহাসিক পিটার ম্যাথিয়েজ প্রথম রোবসপিয়ারের সমর্থনে এগিয়ে আসেন। ম্যাথিয়েজের মতে রোবসপিয়ার ছিলেন বিপ্লবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গণনায়ক ও একজন আপোসহীন গণতন্ত্রী। জর্জ রুদে মনে করেন—সংবিধান সভার(১৭৮৯-১৭৯১) যুগে তিনি নিজেকে একজন উদারপন্থী, গণতন্ত্রী ও মানুষের অধিকারের একনিষ্ঠ প্রবক্তা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। একই সঙ্গে তিনি ছিলেন বাক স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উগ্র সমর্থক। কিন্তু যুদ্ধ ও বিপ্লবের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে তিনি তাঁর উদারপন্থী বিশ্বাসগুলি পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। রুদে আরও লিখেছেন—বিদেশী শক্তিগুলির মদতপুষ্ট প্রতিবিপ্লবী অভ্যুত্থানের পরিপ্রেক্ষিতে রোবসপিয়ার বিশ্বাস করতেন যে—সশস্ত্র সাঁ কুলোৎ সমর্থনপুষ্ট একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত হলে অভিজাততন্ত্রের ধ্বংসাবশেষ ও ধনীদের দম্ভ

প্রতিহত করা যাবে এবং সে ভাবেই বিপ্লবকে অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত শত্রূদের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে। রোবসপিয়ার ও তাঁর দুই ঘনিষথ সহযোগী সেন্ট জাস্ট ও কুথোঁ সন্ত্রাসের শাসনের সমর্থনে বলেছিলেন—একটি যথার্থ সাংবিধানিক সরকার গঠনের অবশ্যম্ভাবী পূর্বশর্ত ছিল এই বিপ্লবী সরকারের প্রতিষ্ঠা।

ঐতিহাসিক অলার্ড বৈদেশিক ও গৃহযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে সন্ত্রাসের উত্থান ব্যাখ্যা করেছেন। ম্যাথিয়েজ মনে করেন সন্ত্রাসের শাসন ছিল একটি অসম্পূর্ণ ও অসমাপ্ত সর্বহারার একনায়কতন্ত্র। অসম্পূর্ণ, কারণ আঠারো শতকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী দর্শনের প্রভাব সর্বহারার বিপ্লবের ক্ষেত্র পুরোপুরি প্রস্তুত করতে পারেনি। অসমাপ্ত, কারণ এই বিপ্লবের নেতৃত্বে ছিলেন মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ। জ্যাকস গোদসো বলেছেন—সন্ত্রাসের শাসন ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও অত্যাচারী। কোনো সামাজিক শ্রেণিকে মুছে ফেলার জন্য সন্ত্রাসের পন্থা অবলম্বন করা হয়নি। দেশকে বাঁচানোর জন্য এতি ছিল একটি রক্ষনাত্মক পদক্ষেপ। সন্ত্রাসের স্থপতিরা প্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করার অজুহাতে একটি স্বৈরাচারী শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত বক্তব্য রেখেছেন জর্জ লেফেভার। তাঁর মতে ফ্রান্সের সন্ত্রাসের শাসন জাতীয় যুদ্ধের আরও বেশি কিছু ছিল এটি ছিল সুযোগপ্রাপ্ত প্রথম দুটি এস্টেটের বিরুদ্ধে তৃতীয় এস্টেটের অধিকার আদায়েরত জেহাদ। এরিখ হবসবমের মতে, ফরাসি জাতি সন্ত্রাসের শাসনকে "জনতার প্রথম প্রজাতন্ত্র, পরবর্তী বিদ্রোহগুলির অনুপ্রেরণা" হিসাবে দেখেছিলেন। সাম্প্রতিক কালের কিছু ঐতিহাসিক, বিশেষত ফুরে, প্যাট্রিস গুয়েনিফে, সাইম স্থামা প্রমুখ সন্ত্রাসের "মানবিকতা"-র ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেছেন—১৭৮৯-এর মে মাসে বিপ্লবের সূচনা পর্ব থেকেই এই মানসিকতার অস্তিত্ব লক্ষ করা গিয়েছিল এবং ১৭৯৩-৯৪ সালের ঘটনায় বিশেষ কিছু নতুনত্ব ছিল না। সাইমন স্থামা স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন—হিংসা ছিল বিপ্লবের যৌথ শক্তির উৎস।

১৭৯৩-৯৪-এর ঘটনাবলি নিয়ে ঐতিহাসিক বিতর্ক বিপ্লবের ইতিহাসকে অবশ্যই চিত্তাকর্ষক করে তুলেছে। অধিকাংশ ঐতিহাসিক, মার্কসবাদী বা উদারপন্থী, মনে করেন সন্ত্রাস ছিল পরিস্থিতির ফল, এবং প্রতিবিপ্লব বিপ্লবকে হিংস্রে করে তুলেছিল। অন্যদিকে অপর একদল ঐতিহাসিক মনে করেন—১৭৯৩-৯৪-এর বিপ্লবী হিংসা ছিল প্রতিবিপ্লবী আশঙ্কার বিরুদ্ধে মাত্রাজ্ঞানহীন প্রতিক্রিয়া।

Q.15. ফরাসী বিপ্লবে রুশোর অবদান কি ছিল?

- ফরাসী জ্ঞানদীপ্তির এক কালজয়ী প্রতিনিধি জাঁ জ্যাক্স রুশো (১৭১২-১৭৭৮)। তিনি সমসাময়িক সামাজিক ব্যবস্থার এক তিক্ত সমালোচক ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ—Discourse on the Origin of Inequality" প্রকাশিত হয় ১৭৫৫ সালে। এই গ্রন্থে তিনি বলিষ্ঠ যুক্তির মাধ্যমে দেখিয়েছিলেন যে, সমস্ত মানবসমাজই দুর্নীতিগ্রস্ত, কারণ সেখানে মানুষ একে অপরের ওপর প্রভুত্ব করতে চায়। এমনকি ফ্রান্সের মতো অগ্রসর সমাজেও মানুষের প্রকৃতি নষ্ট করে দিয়েছে তার অহংকার ও স্বার্থপরতা। ১৭৬২ সালে প্রকাশিত "Discourse on the Arts and the Science" গ্রন্থে রুশো লিখেছিলেন যে, সভ্যতার অগ্রগতি মানুষের স্বাভাবিক ভালোত্বকে নষ্ট করেছে; আর এটাই রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তার মৌলিক নীতি। রুশো আন্তরিক ভাবে

বিশ্বাস করতেন যে, মানুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বৃদ্ধির প্রবল আকাঙ্খা ও তীব্র প্রয়াস সমাজে সম্পদের বৈষম্য বাড়িয়ে তোলে, আর সেটাই মানবসামাজের সমস্ত খারাপের উৎস।

১৭৬২ সালে প্রকাশিত হয় রুশোর বিখ্যাত গ্রন্থ "Social Contract"। এখানে তিনি লেখেন—"মানুষ জন্মগত স্বাধীন এবং সর্বত্রই সে শৃঙ্খলে আবদ্ধ"। এই গ্রন্থে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধানে প্রয়াসী হন। তা হল মানুষ তার ব্যক্তিস্বাধীনতা বিসর্জন না দিয়েও কীভাবে সমাজে সংঘবদ্ধভাবে সুরক্ষা ও ন্যায় নিশ্চিত করতে পারে। রুশো কল্পনা করেছিলেন যে, এমন একটি "সামাজিক চুক্তি" সম্পাদিত হবে, যার মাধ্যমে ব্যক্তি তার স্বাভাবিক অধিকার "সাধারণের ইচ্ছা"র (General Will) কাছে সমর্পণ করবেন। রুশোর কাছে 'সধারণের ইচ্ছা' ছিল সমান রাজনৈতিক অধিকার ভোগকারী নাগরিকদের মধ্যে ঐক্যমত্য। রুশো বিশ্বাস করতেন যে, একমাত্র প্র্যক্ষ গণতন্ত্রের ওপর নির্ভরশীল রাজনৈতিক ব্যবস্থাই শোষণ ও নিপীড়নের সার্বজনীন প্রবণতার পথ রুদ্ধ করতে পারে। একথা অনস্বীকার্য যে, "মানবাধিকার ও নাগরিক অধিকারের ঘোষণাপত্রের" মতো বিপ্লবী দলিল অবশ্যই রুশোর চিন্তাধারার কাছে ঋণী। তাছারা আবে সিয়ে থেকে রোবসপিয়ার পর্যন্ত ফরাসি বিপ্লবের বহু নেতার লেখায় ও বক্তৃতায় রুশোর রাষ্ট্রচিন্তার প্রভাব ছিল স্পষ্ট।

Q.16. ফরাসী বিপ্লবে মন্টেস্কুর প্রভাব কী ছিল?

➢ মন্টেস্কু (১৬৮৯-১৭৫৫) ছিলেন জ্ঞানদীপ্তির আদর্শের অন্যতম উজ্জ্বল প্রবক্তা। তিনি বোর্দো থেকে প্যারিসে যান এবং কিছুদিনের মধ্যেই "Persian Letters" প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে মন্টেস্কুর বক্তব্য ছিল—প্রকৃতির বিচারের একটি সর্বজনীন মান রয়েছে এবং তা স্থানকাল নির্বিশেষে সর্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য; ইসলামিক পারস্য বা খ্রিস্টান ফ্রান্সে তার প্রভাব একই রকম। এই গ্রন্থে দাসপ্রথার বিরুদ্ধে তীব্রা আক্রমণ চালানো হয়েছিল। মন্টেস্কুর স্থির বিশ্বাস ছিল, দাসব্যবস্থা একটি স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থারই সম্প্রসারণ এবং দাসপ্রথার অস্তিত্ব স্বাধীনতার ধারণাকেই নাকচ করে দেয়।

মন্টেস্কু রচিত "The Spirit of Laws" প্রকাশিত হয় ১৭৪৮ সালে। জ্ঞানদীপ্তির আলোচনায় এটি একটি অসামান্য সাহিত্যকর্ম হিসাবে স্বীকৃত। এই গ্রন্থে তিনি রাষ্ট্রব্যবস্থার সামাজিক ও রাজনৈতিক ভিত্তি স্থাপনের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং বিশ্লেষণের নীতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। বিজ্ঞনসম্মত অনুসন্ধানের ওপর তাঁরা আস্থা ছিল অটল। তিনি মনে করতেন আইনও সমালোচনামূলক বিশ্লেষণের উর্ধ্বে নয়। ১৭২৯ সালে মন্টেস্কু দুবছরের জন্য ইংল্যান্ডে যান। ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে তিনি প্রশংসা করেছিলেন। ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট বা আইনসভা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। মন্টেস্কুর স্থির বিশ্বাস ছিল যে, ইংরেজ পার্লামেন্টই সপ্তদলশ শতকের গৃহযুদ্ধের সময় ইংল্যান্ডকে স্বৈরতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র উভয়ের হাত থেকেই রক্ষা করেছিল। তাঁর কাছে প্রজাতন্ত্র ছিল বিশৃঙ্খলারই সমার্থক। তাঁর আশঙ্কা ছিল যে, ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি না মেনে চলার জন্যই ফ্রান্সের রাজতন্ত্র ক্রমশ স্বৈরাচারী হয়ে উঠছে। তিনি দাবি করেন যে, ইংল্যান্ডে তিনি ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের নীতির প্রয়োগ দেখেছিলেন। বিচারব্যবস্থা, আইনসভা ও শাসনবিভাগের ক্ষমতা পৃথক করলেই রাজতান্ত্রিক স্বৈরাচারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে। মন্টেস্কু দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাস করতেন, রাজার সার্বভৌম ক্ষমতার আধার ঈশ্বর নন, জনগণ।

Q.17. ফিজিওক্রাটস কারা ছিলেন?

➢ রাজনৈতিক চিন্তার বাইরে অর্থনৈতিক চিন্তাও অষ্টাদশ শতকের ফ্রান্সে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছিল। সপ্তদশ শতকে ও অষ্টাদশ শতকের গোড়ায় অর্থনৈতিক তত্ত্বের মূল ভিত্তি ছিল মার্কেন্টাইলবাদ। মার্কেন্টাইলবাদী তত্ত্ব সংরক্ষণবাদী অর্থনীতিকে সমর্থন করত। কিন্তু নতুন প্রজন্মের অর্থনীতিবিদরা মার্কেন্টাইলবাদী তত্ত্বকে খারিজ করে ধ্রুপদী অর্থনৈতিক উদারবাদের ভিত্তি প্রস্ত্র স্থাপন করেছিল। স্কটিশ অর্থনীতিবিদ এডাম স্মিথ যাবতীয় বাধানিষেধ থেকে অর্থনীতিকে মুক্ত করার কথা বলেন। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি নূন্যতম রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের পক্ষপাতী ছিলেন এবং মুক্ত বাজার প্রতিযোগিতা ও অবাধ বাণিজ্যকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। তাঁর অর্থনৈতিক চিন্তা "Laissez-faire" নামে পরিচিত।

সমকালীন ফ্রান্সেও একদল অর্থনৈতিক চিন্তাবিদও একই ধরণের অর্থনীতির কথা বলেছিলেন। তাঁদের বলা হত ফিজিওক্র্যাট অর্থনীতিবিদ। ফিজিওক্রাট চিন্তাবিদরা প্রচার করেছিলেন, সম্পদের উৎস সোনা বা রুপা নয়; একমাত্র জমিই সম্পদের উৎস। তাঁরা কৃষিতে ও কৃষিপণ্যের বাণিজ্যে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের তীব্র বিরোধী ছিলেন। ফ্রান্সে ফিজিওক্রাট চিন্তাধারার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি ফ্রাঙ্কোয়েস কুইসনে (১৬৯৪-১৭৭৪)। তিনি রাজতন্ত্রের কাছে খাদ্যশস্য বাণীজ্য মুক্ত করার দাবি জানিয়েছিলেন। ফরাসী সরকার অনেক সময় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার উদ্দেশ্যে দ্রব্যমূল্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করত। এই নীতির তীব্র বিরোধী ছিলেন কুইসনে। ফিজিওক্রাটিক মতাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ষোড়শ লুই-এর অর্থমন্ত্রী তুর্গো ১৭৭০-এর দশকের গোড়ায় খাদ্যশস্যের অবাধ বাণিজ্য নীতি ঘোষণা করেছিলেন। খারাপ ফলনের সঙ্গে মজুতদারী যুক্ত হবার ফলে খাদ্যদ্রব্যের মূল্য অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। ফ্রান্সের নানা স্থানে খাদ্য দাঙ্গা দেখা দেয়। তখন ফরাসী সরকার পুনরায় পণ্য মূল্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে বাধ্য হয়। তথাপি একথা অস্বীকার করা যায় না যে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের তীব্র বিরোধীতা করে ফিজিওক্রাট চিন্তাবিদরা নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রকে আক্রমণ করেছিলেন।